CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-320 ■ 28 August, 2024 ■ আগরতলা ২৮ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ১১ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বন্যাজনিত উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক

ত্রান ও ক্ষয়ক্ষতি পুনরুদ্ধারের কাজে কোন দুর্বলতা না থাকে, নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট ।। সচিবালয়ে আজ রাজ্যের বন্যাজনিত উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমী প্রফেসর ডা. মানিক সাহার সভাপতিত্বে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিপর্যয় মোকাবিলার পরবর্তী সময়গুলো আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্রাণ এবং ক্ষয়ক্ষতি পুনরুদ্ধারের কাজে কোনও দুর্বলতা যাতে না থাকে সেদিকে প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বিশেষ নজর দিতে হবে। কোনও অভিযোগ থাকলে তা দ্রত সমাধানে সকলকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে।

পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা বলেন, গত ১৯ আগস্ট থেকে রাজ্যের ভয়াবহ দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে একেবারে ক্ষেত্রীয়স্তরে যেসব কর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করছেন তারা নিঃসন্দহে ধন্যবাদযোগ্য। তিনি বলেন, রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতিজনিত সামগ্রিক অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার জন্য আগামীকাল যে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল রাজ্যে আসছেন তাদের কাছে রাজ্যের বন্যার সামগ্রিক ভয়াবহ অবস্থার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন। এই বন্যায় প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকারও অধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, যা ইতিমধ্যেই সর্বদলীয় সভায় উল্লেখ করা হয়েছিল। বিভিন্ন দপ্তরের রিপোর্ট অনুসারে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে তিনি আশংকা প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বন্যা পরিস্থিতির পর বর্তমান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অপহরণের মামলা দায়ের করতে এসে হেনস্থার শিকার বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট ।। মেয়ের অপহরণকারীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করতে এসে এক মহিলা সাব ইন্সপেক্টরের দুর্ব্যবহারের শিকার হয় বাবা। মামলা নিতে অস্বীকার করে পুলিশ। ঘটনার সোমবার রাতে আমতলী থানায়।

সেকেরকোট রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন এলাকার এক নাবালিকা মেয়েকে গৃহ শিক্ষকের বাড়িতে যাওয়ার পথে বিশালগড় থানার অন্তর্গত চাম্পামুড়া বাগানিয়ামুড়া এলাকার সজল ভৌমিকের ছেলে রূপক ভৌমিক প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণ করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। সোমবার সন্ধ্যায় আমতলী থানার মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর সুস্মিতা দেবনাথ নাবালিকা মেয়েটির পরিবারের লোকজনদের থানায় আসতে খবর পাঠায়। অথচ পুলিশ নাবালিকা অপহরণের মামলা গ্রহণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর জি কর ঘটনায় প্রতিবাদে নবান্ন অভিযান

পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে খন্ডযুদ্ধ, বন্‌ধের ডাক বিজেপির

কলকাতা, ২৭ আগস্ট ।। আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদে নবান্ন অভিযান ঘিরে কলকাতায় আজ তুলকালাম বেঁধেছে। পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ রণক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ও পাথর ছোড়া হয়েছিল। পাল্টা পুলিশ লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও জল কামান ছুড়ে প্রতিবাদীদের ছত্রভঙ্গ করেছে। পুলিশের দাবি, পরিস্থিতি মোকাবিলায় নেমে অন্তত ১১ জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। এদিকে, আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের বল প্রয়োগের প্রতিবাদে বিজেপি আগামীকাল পশ্চিমবঙ্গ বনধের ডাক দিয়েছে। প্রশাসন আগামীকাল বনধের সব কিছু স্বাভাবিক থাকবে বলে নির্দেশিকা জারি করেছে।

এদিন হাওড়া ব্রিজে তুমুল অশান্তি বেঁধেছে। বিক্ষোভকারীদের হঠাতে পুলিশ জলকামান ছুড়েছে। ফোরশোর রোডেও ধরা পড়েছে একই অশান্তির ছবি। আন্দোলনকারীদের ছোড়া ইটের ঘায়ে হাওড়ায় জখম হয়েছেন ব্যাফের এক জওয়ানের। মাথা ফেটেছে চণ্ডীতলা থানার সিআইয়েরও। আহত পুলিশকর্মীকে উদ্ধার করেছেন আন্দোলনকারীরাই।

এদিকে, বেলা যত গড়িয়েছে বদলে গেছে সাঁতরাগাছি, ফোরশোর রোড, হাওড়া ব্রিজের চেহারা। প্রথমে সাঁতরাছিতে ব্যারিকেড ভাঙতে শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। বেশ কয়েকটি ব্যারিকেড ভেঙেও ফেলেন তাঁরা। আন্দোলনকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট, পাথর ছোড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পালটা লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। কাঁদানে গ্যাসের শেলও ফাটানো হয়ছে। হাওড়া ব্রিজে আন্দোলনকারীদের হঠাতে জলকামান কাজে লাগানো হয়ছে। অন্যদিকে, হাওড়া ও সাঁতরাগাছি স্টেশন চত্বরেও বাড়তে থাকে জমায়েত। আন্দোলনকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আজ রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় দল ঃ সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট ।। রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মকের যুগ্ম সচিব (ফরেনার্স ডিভিশন) বি সি যোশীর নেতত্বে একটি আন্তঃমণালয় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল (আইএমসিটি) আগামীকাল রাজ্যে আসছে। এই দলে কৃষি, ব্যয় মণালয় (অর্থ মণালয়), জলশক্তি (জলসম্পদ মক), গ্রামোন্নয়ন মক এবং সড়ক পরিবহণ ও হাইওয়ে মকের আধিকারিকগণ থাকবেন। আজ সন্ধ্যায় আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের সচিব বিজেশ পাণ্ডে এই সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, রাজ্য সরকারের অনুরোধে কেন্দ্রীয় সরকার বন্যা দুর্গত এলাকা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে এই প্রতিনিধিদলটি রাজ্যে পাঠাচ্ছে।

রাজস্ব দপ্তরের সচিব বিজেশ পাণ্ডে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, এখন পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যে ৭২ হাজারেরও বেশি দুর্গত মানুষ ৪৯২টি শিবিরে রয়েছেন। এরমধ্যে শুধুমাত্র গোমতী জেলাতেই রয়েছেন ৫০ হাজারের বেশি মানুষ। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই শিবিরগুলিতে খাবার, পানীয়জল, চিকিৎসা ব্যবস্থা সহ প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী বন্টন করা হচ্ছে। করবুক এবং অমরপুর মহকুমায় ৩০০-র বেশি দুর্গত মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। তিনি জানান, গোমতী এবং সিপাহীজলা জেলায় স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সের ৬টি দল এবং ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সের ৫টি দল ত্রাণের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও সিভিল ডিফেন্স এবং আপদা মিত্রের ৫০০-র মতো স্বেচ্ছাসেবক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে বন্যা এলাকা দেখলেন সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট ।। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদানে সমীক্ষা চলছে। অতিসত্বর সরকারের তরফ থেকে আর্থিক সহায়তা করা হবে। আজ বিশালগড় বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে একথা বলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বন্যায় ত্রিপুরায় ব্যাপক আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যার জলে বিশালগড় বাসীর ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সমীক্ষা করা হচ্ছে। অতিসত্বর দুর্গতদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

এদিকে, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে আশ্বাস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রাম প্রধানের শপথ ঘিরে বক্সনগরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, খোয়াইয়ে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, খোয়াই, ২৭ আগস্ট ।। বক্সনগরে পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান পদে নিয়োগকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাঁধে। শাসক দলের স্থানীয় বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেনের উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত সদস্যা ও তার পরিবারের সদস্যদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে। তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন দুইজন মহিলা। সাথে সাথে তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে তারা ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন। এরই প্রতিবাদে স্থানীয় বিধায়কের পদত্যাগের দাবিতে বক্সনগরের প্রধান পথ অবরোধ করেন শাসক দলের কর্মী সর্মথকরা। এদিকে, অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন যাত্রী সহ পথচারীরা। এবিষয়ে বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন বলে, দল সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান নিয়োগ করা হবে। দলের সিদ্ধান্তের বাইরে কিছুই হবে না।

প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত নির্বাচিত সদস্যরা পঞ্চায়েত প্রধান এবং উপ-প্রধানদের নাম প্রস্তাব করেন। নির্বাচিত সদস্যদের কাছ থেকে যে ব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাবেন তিনি সভাপতিত্ব করেন। মঙ্গলবার বক্সানগরের ভেলুয়ারচর পঞ্চায়েতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তি ও সম্পীতি রক্ষায়

জিরানীয়া মহকুমায় বিধি-নিষেধের সময়সীমা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট ।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সমগ্র জিরানীয়া মহকুমায় শান্তি, নিরাপত্তা ও সম্পীতি অটুট রাখতে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩-র ১৬৩নং ধারায় জনসাধারণের চলাচলের উপর বিধিনিষেধের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার আজ এক আদেশে এই বিধিনিষেধের সময়সীমা বৃদ্ধি করে জানিয়েছেন, এই আদেশ ২৮ আগস্ট, ২০২৪ রাত ১টা থেকে আগামী ৩১ আগস্ট রাত ১টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আদেশে আরও বলা হয়েছে এই বিধিনিষেধ সামরিক/ আধা সামরিক / রাজ্য পুলিশের জওয়ানদের ক্ষেত্রে যারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কার্যকর হবেনা। তাছাড়াও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ও জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বকেয়া বেতন সহ ৭ দফা দাবিতে জুটমিল কর্মীদের মহাকরণ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট ।। উচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী কর্মরত ১৬৪৭ জন জুটমিল কর্মীদের ন্যায্য বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে জুটমিল শ্রমিক-কর্মচারী ও পেনশনার্স সম্মিলিত আহব্বানে মহাকরন অভিযানে সামিল হয়েছেন। কিন্তু সুবিশাল মিছিলের মধ্য দিয়ে মহাকরণের দিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 28-08-2024, 12:48

জাগরণ আগরতলা ২৮ আগস্ট ২০২৪ ইং
১১ভাদ্র, বুধবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে ভারত

নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার যথেষ্ট সন্তোষজনক। একাধিক সমীক্ষায় এই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে। ভারত ক্রমশ একটি অর্থনৈতিক উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিগণিত হইতেছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া দেশ সমৃদ্ধ হইলে দেশের জনগণের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হইবে। গত অর্থবর্ষের চারটি ত্রৈমাসিকেই আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭ু পার হইয়াছে। গত বছরের এপ্রিল-জুন থেকে শুরু করিয়া প্রথম তিনটি ত্রৈমাসিকে ছিল ৮ শতাংশের উপরে। জানুয়ারি-মার্চে ছোঁয় ৭.৮ু। এই ঝড়ের গতিতে বৃদ্ধি পাওয়া দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অর্থিনীতিবিদ থেকে সাধারণ মানুষ সবার প্রত্যাশার পারদ বাড়াইয়া দিয়াছে। বিশেষত বাজারের বেচা-কেনা যেভাবে বাড়িতেছে তাহাতে বাড়িতে থাকা চাহিদা স্পষ্ট ধরা পড়িতেছে বলিয়া আগেই দাবি করিয়াছে সরকারও। সকলেই এখন তাকাইয়া এই অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক, অর্থাৎ এপ্রিল-জুনের আর্থিক বৃদ্ধির দিকে। সমীক্ষা বলছে এ বার তাহা হইতে পারে এক বছরে সবচেয়ে কম। বৃদ্ধি থমকাতেই পারে ৭ শতাংশের নিচে। কারণ ওই সময় ছিল লোকসভা ভোট। কেন্দ্রকে খরচ কমাইতে হইয়াছিল। ভোট-পর্ব শেষ হয় জুনে।এ মাসের ১৯ থেকে ২৬ তারিখে ৫২ জন অর্থনীতিবিদকে নিয়া এই সমীক্ষাটি করা হয়। সেখানে বেশির ভাগই এপ্রিল-জুনের বৃদ্ধি ৬.৯ু হইতে পারে মত দিয়াছেন। তবে একাংশের আশঙ্কা, তাহা হইতে পারে ৬ু। কেউ কেউ ৮.১ শতাংশে পৌঁছনোর আশাও করিতেছেন। আবার স্টেট ব্যাঙ্কের রিপোর্ট বলিতেছে বৃদ্ধি হইতে পারে ৭.১ু। অর্থাৎ, সব মিলাইয়া পূর্বাভাস ৬.০ু-৮.১ু।মোদি সরকার ইতিমধ্যেই দাবি করিয়াছে দ্রুতই বিশ্বের দ্রুততম বৃদ্ধির অর্থনীতি হওয়ার তকমা জুটিবে ভারতের। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, গত অর্থবর্ষে তৃতীয় দফায় ফের ক্ষমতায় ফিরিতে চাওয়া মোদী সরকার ঢালিয়া মূলধনী খরচ করিয়াছে। বেসরকারি খরচে চড়া সুদ কোপ বসাইলেও তাই বৃদ্ধির সাফল্য ছুঁইতে সমস্যা হয়নি। অর্থনীতিবিদদের নি আ করা এই সমীক্ষা বলছে, দ্রুততম বৃদ্ধির দেশ হওয়ার তকমা হয়তো এপ্রিল-জুনেও বহাল থাকিবে। কিন্তু ভোটের বাজারে সরকারি খরচে রাশ পড়িয়াছে। আর তাহাতেই ধাক্কা লাগিয়াছে বৃদ্ধিতে। সেই ধাক্কায় গতি কমিয়াছে বৃদ্ধির। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কে গতিশীল রাখিতে দেশের শিল্পপতিদের যেমন সময়ো উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে ঠিক তেমনি সরকার কে উ আন্তরিক প্রয়াস গ্রহণ করিতে হইবে।

মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙন, আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দারা

মুর্শিদাবাদ, ২৭ আগস্ট (হি.স.): বর্ষার মরশুমে ফের ফের ভাঙন মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জে। গঙ্গায় তলিয়ে যাচ্ছে ঘর-বাড়ি, জমি। আতঙ্কে দিশেহারা স্থানীয় বাসিন্দারা। গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাঙন শুরু হয়েছে মুর্শিদাবাদে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ব্লকের লোহরপুর গ্রামে কয়েক মিটার জমি ধসে নদীতে চলে গিয়েছে। জলের স্রোতে পাড়ের মাটি ধসে লাগাতার ভাঙন চলছে। গত কয়েকদিন ধরেই ওই এলাকায় নদীর পাড় ভাঙছে। তবে এদিন সকাল থেকে সেই ভাঙন আরও বেড়ে গিয়েছে। আতঙ্কে এলাকা ছাড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই বছর বর্ষার মরশুমে এই নিয়ে পরপর ৪-বার গঙ্গা ভাঙনের মুখোমুখি হলেন সামশেরগঞ্জের বাসিন্দারা।

বন্ধ কোনা এক্সপ্রেসওয়ে; মেট্রোয় ভিড়, হেঁটেই হাওড়া সেতু পেরোলেন যাত্রীরা

কলকাতা, ২৭ আগস্ট (হি.স.): 'পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সমাজ'-এর নবান্ন অভিযানকে ঘিরে যে আশঙ্কা ছিল, তাই হল। নবান্ন অভিযানের আগে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হল কোনা এক্সপ্রেসওয়ে। সাঁতরাগাছিতে গার্ডরেল দিয়ে পুরো রাস্তা বন্ধ করে দিল পুলিশ। ভিড় বেড়েছে কলকাতার লাইনলাইন মেট্রোয়, সড়কপথে গন্তব্যে পৌঁছতে না পেরে অনেক যাত্রীই মেট্রো ধরে গন্তব্যে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছেন। হাওড়া ময়দান-এসপ্ল্যানেড মেট্রোয় অন্য দিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি ভিড় দেখা গিয়েছে মঙ্গলবার। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে এসপ্ল্যানেডমুখী বহু মেট্রোর স্বয়ংক্রিয় দরজা বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। ফলে মেট্রো ছাড়তেও বিলম্ব হয়েছে।মঙ্গলবারের নবান্ন অভিযানের জন্য আঁটোসাঁটো করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। হাওড়া স্টেশনে প্রায় অমিল বাস। চলছে হাতেগোনা কয়েকটি সরকারি এবং বেসরকারি বাস। হাওড়া সেতুর উভয়মুখী রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশের ভ্যান। এই অবস্থায় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই হাওড়া সেতু ধরে হাঁটতে থাকেন বহু যাত্রী।

নবান্নে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা, জাতীয় পতাকা হাতে সাঁতরাগাছিতে আন্দোলনকারীরা

হাওড়া, ২৭ আগস্ট (হি.স.): নবান্নে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ রাজ্যের প্রধান সচিবালয় নবান্নে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। 'পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সমাজ'-এর নবান্ন অভিযানের প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। নবান্ন অভিযানের আগে পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে দেখতে সাঁতরাগাছিতে গিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। রাজীব কুমারের সঙ্গে রয়েছেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরাও। ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি শুরু হয়েছে। সরকারি গাড়ি ছাড়া অন্য কোনও গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সকালেই জাতীয় পতাকা হাতে সাঁতরাগাছিতে দেখা গেল বেশ কিছু আন্দোলনকারীকে। আবার দুর্গাপুর স্টেশনেও জাতীয় পতাকা হাতে দেখা যায় অনেককে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুর স্টেশনে ছড়ায় উত্তেজনা। জাতীয় পতাকা হাতে থাকলেও সকলেই বিজেপির নেতা কর্মী, অভিযোগ পুলিশের। ফাইবার স্টিক ও বড় লাঠি নিয়ে যেতে বাধা দেয় দুর্গাপুর স্টেশনের জিআরপি। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তখনই উত্তেজনা ছড়ায় স্টেশনে।

জন্মাষ্টমীর রাতে বিহারের ভাগলপুরে ভূমিকম্প

পাটনা, ২৭ আগস্ট (হি.স.): জন্মাষ্টমীর রাতে বিহারের ভাগলপুরে ভূমিকম্প অনুভূত হলো। কম্পনের তীব্রতা ছিল ৪.৫।

জানা গেছে, সোমবার রাত প্রায় ১২.৫০ নাগাদ বিহারের ভাগলপুরে ভূকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনা জেলার রামগড়ে। এই উৎসস্থল ভাগলপুরের ২০০ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে। ফলে ভাগলপুর এবং আশেপাশের এলাকায় কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ৪.৫। কম্পন অনুভূত হওয়ায় আতঙ্কে অনেকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। তবে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

সময়ের ঠিকান

দুর্গেশনন্দিনী

সেই সপ্তডিঙা মধুকর, সেই যে রাজপুত্র, সেই যে পক্ষীরাজ ঘোড়া, সেই যে সাত সমুদ্র, সেই যে তেরো নদী, সেই যে তেপান্তরের মাঠ-সদাগরের ছেলে বাণিজ্যে যেত, রাজপুত্র রাজকুমারীর খোঁজে যেত আর সঙ্গে করে নিয়ে যেত কি ? কেবলই ব্যবসার সামগ্রী ? কেবলই রাজকুমারী পাবার আকঙ্খা ? না, সঙ্গে করে নিয়ে যেত আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের জীবনের গল্পগাথা, আমাদের দেবদেবীর কথা, আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের সংস্কৃতিকে। সেসব লোককথা দেশ হতে দেশান্তরে কিংবদন্তি হয়ে পরিণত হত রূপকথায়। তবে তাতে অলৌকিক বিষয় দিয়ে মানবের নূন্যতম চাহিদার আর্তিটুকুর সঙ্গে থাকত জীবনের চলার নানা শিক্ষা, নানা লৌকিক বিষয়। তাই, লোককথা বা রূপকথার মাতা স্বরূপ অখন্ড ভারতবর্ষ, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার নানা লৌকিক ঘটনা কালে কালে ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রিস, রাশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার নানা স্থানে। সেখানে কেবলমাত্র স্থান নাম ও পাত্রের নাম বদল হয়েছিল বাকি আর্তি একই ছিল, আছে, থাকবে যুগ যুগান্ত ধরে।

পৃথিবীর বুকে গড়ে ওঠা প্রাচীন মানব সমাজের উর্বর ভূমিতে বৃদ্ধি পেয়ে ওঠা সব সভ্যতার অভিজ্ঞতাই এক, তাই লোককথা একই কাহিনী রূপ পায়। পার্থক্য ঘটে কেবল স্থান ও পাত্রের নামে। উক্ত নৃবিজ্ঞানীদের মতে, বিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কহীন অবস্থাতেই এইসব লোককথার জন্ম হয়েছে। পৃথিবীর অসংখ্য এলাকায় লোককথার জন্ম ইতিহাস সম্পর্কে এই তত্ত্ব অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মতভাবে সঠিক।

ভারতে পঞ্চতন্ত্র খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে সংকলিত হয়েছিল। আর অষ্টম শতাব্দী সেগুলি ভাষান্তরিত হয় সিরিয়াক এবং আরবিক ভাষায়।সেখান থেকে ই সেই পঞ্চতন্ত্র গ্রিস হয়ে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঈশপের নীতিকথাও খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দ নিকটবর্তী সময়কালে সংকলিত হয়। কারন, তখন ভারতে ব্যাকট্রিয় গ্রীকদের আক্রমন ও রাজত্বের সূচনা হয়েছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই সেই কথা গ্রীসে গিয়ে ঈশপের রূপ নিয়েছে। তেমনি আমাদের দেশের মিজো উপজাতির রূপকথা মিজোদেত্তকুংগরি। যার সঙ্গে রয়েছে গ্রীক রূপকথার মিল রয়েছে। সেই কোনো প্রাচীন কালে গ্রীকরা ভারতে এসেছিল। তারপর ব্যবসা বাণিজ্য, সাম্রাজ্য বিস্তার ইত্যাদি কোনো না কোনো ভাবে এই ভারতের উপকথা, রূপকথাকে নিয়ে চলে গেছে নিজেদের দেশে। ভারতের বাংলা, অসম বিহার, উড়িষ্যায় অনেকস্থানে নীতি মূলক উপকথা বা লোককথাকেসাধুকথা বলা হয়। ভারতের প্রতি প্রদেশের মানব রূপকথা, উপকথা এবং লোককথার গুরুত্বকে উপলব্ধি করে এসেছে। সাধুকথা নামকরণের মধ্যেই তার আভাস। ভারতের রূপকথায় রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটাল পুত্র, রাক্ষস, খোক্ষস যেমন আছে তেমনই এখানে প্রকৃতি, জীবজন্তু, মানুষ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে মেলবন্ধনের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত গড়ে উঠেছে। তাই পাহাড় হতে সমতল রূপকথা, উপকথারা সাদৃশ্য ময়।

যাক আজ একটা গল্প শোনাব। সময়ের গল্প। সময় অর্থাৎ কাল, মহাকাল যাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই গল্প

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। এক গাঁয়ে খুব কুড়ে স্বভাবের একটি ছেলে ছিল।ভোরবেলা সবাই যখন জমিতে চাষের জন্য বেরিয়ে যেতো, সে তখন ঘুমিয়ে থাকতো। জমিতে বীজ বুনে চাষীরা যখন ফসলের আশায় বসে আছে, তখন হঠাৎ একদিন ছেলেটির খেয়াল হল — তাইতো ! জমি তো এখনো চাষ করা হয়নি। তখন সে চাষ করতে যেত। একদিন যথারীতি অসময়ে উঠে সে হাল বাইতে গেছে। এমন সময় এক বুড়ো তাকে দেখে বলল, "একি সময় তো চলে গেছে ,আর এখন কি না তুমি কাজ আরম্ভ করছো? "ছেলেটি বলল " "আচ্ছা দাদু সবাই দেখি কেবল বলে- সময় চলে গেছে, সময় চলে গেছে ! তুমি বলতে পারো সময় কোথায় যায় ?"

বুড়ো বলল, "না ভাই আমি জানিনা। শুনেছি সময় আসে আর যায় ঠিকমত তাকে ধরতে পারলে সবই ভালভাবে করা যায়। তা না হলে সব নষ্ট হয়।" ছেলেটি তাকে ধরে বসল, "দাদু তোমার তো অনেক বয়স হয়েছে। অনেক কিছু দেখেছ। নিশ্চয় তুমি সময়ের ঠিকানা জানো। আমার ঠিকানা টা দাও না।দেখি চেষ্টা করে ধরে আনতে পারি কিনা।" বুড়ো তখন মাথা নেড়ে বলল, "না ভাই সময়ের ঠিকানা কেউ জানে না।" ছেলেটিও নাছোড়বান্দা, "দাদু তোমার জীবনের সময় তো কতবার এসেছে ,গেছে ; তবুও তুমি তার ঠিকানা জানো না ? একথা আমায় বিশ্বাস করতে হবে ? তুমি নিশ্চয়ই জানো। কেবল আমাকে বলছো না।" ছেলেটি কিছুতেই যখন তাকে ছাড়ে না, তখন বুড়ো বলল" বেশ তাহলে বলছি: শোনো, সময় যখন চলে যায় তখন সে বহু দূরে চলে যায়। তাকে যদি ধরতে চাও তাহলে আর দেরি করোনা। কাল ভোরে উঠে রওনা হয়ে যাও। পথে যেতে যেতে যখন শনের নুড়ির মতো চুলের তিন মাথাওয়ালা কোন বুড়োর দেখা পাবে তখন তাকে জিজ্ঞাসা করো। সে হয়তো তোমাকে সময়ের ঠিকানা দিতে পারবে।

বুড়োর কথায় ছেলেটি ভারি খুশি হয়। সে পরদিন ভোরবেলা পুঁটুলীতে চিঁড়ে, গুড়, কলা, মুড়ি এসব বেঁধে সময়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। তারপর দিন গেল, রাত গেল, কত পাহাড় নদী অরণ্য পেরিয়ে চলল. কিন্তু সে বুড়োর দেখা নেই। এইভাবে দিন যেতে যেতে কতদিন যে কেটে গেল তা হিসাব রইল না তবুও সময়কে এসে ধরবেই এই তার পণ অবশেষে হঠাৎ এক ঝরনার ধারে, গাছের তলায় সেই ছেলে সেই তিনযুগ পুরানো বুড়োর দেখা পেল। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে সেই বুড়ো চুপচাপ বসে আছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন তিন মাথা এক। মাথার চুলগুলো সব শনের নুড়ির মতো। ছেলেটির আর আনন্দের সঙ্গে সীমা রইল না। ছুটে গিয়ে তার কাছে বসে পরলো, বলল, "বুড়ো দাদু কত কষ্ট করে তবে তোমার দেখা পেলাম। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে।" বুড়ো দাদু তো চোখেও দেখেনা। কানেও শুনেনা। যেমন মাথা গুঁজে বসে ছিল তেমনি বসে রইল। ছেলেটি তখন তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল "দাদু ও বুড়ো দাদু তোমার কাছে, সময়ের ঠিকানা জানতে এসেছি। তুমি তার ঠিকানা দাও। আমি তাকে ধরে নিয়ে আসবো। তাহলে আমার ক্ষেত নষ্ট হবে না ,উপোস থাকতে হবে না।" অনেক চেঁচামেচি করার পর সেই তিনকাল যাওয়া বুড়ো মাথাটা কোনরকমে তুলে বলল ,ভাই আমি তো তোমার মত সময়ের খোঁজে বেরিয়ে ছিলেম। সেই কোন ছোটবেলায়। কিন্তু তারা দেখা পেলেম না। এখনতো থুত্থুরে বুড়ো হয়ে গেছি। চোখেও দেখি না কানেও শুনি না। হাঁটতেও পারিনা। তাই সময়ের ঠিকানা বের করতে পারলাম না। এখন বুঝতে পারছি সময়ের কোন ঠিকানা নেই। সে মহাকালের অধীন, সে কেবলই চলে। তাকে ধরে রাখা যায়না। মহামায়া মহাকালী সেই সময়কে ধারণ করে আছে। আমার মত তুমিও আর মিথ্যা সময় নষ্ট করো না। ফিরে যাও। যত্ন করে জমি চাষ করো। ফসল নিশ্চয়ই হবে। একটা কথা সবসময় মনে রেখো, সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়। মায়ার সংসারে সময় একবার চলে গেলে কিছুতেই তাকে ফিরে পাওয়া যায় না। "তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলেম আর পেলাম না " ছেলেটি এবার বুঝতে পারলো। সময় এর আসল ঠিকানা কি ? সময়ের কাজ সময়ে করতে পারলেই তাকে ঠিক ধরা যায়..

"যদাহতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্নসন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।"

আমার কথাটি ফুরোলো
নটে গাছটি মুড়োলো

হেরিনু শারদ প্রভাতে

বীরেন মুখার্জী

'আজি কি তোমার মধুর মূরতি/ হেরিনু শারদ প্রভাতে!/ হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ/ ঝলিছে অমল শোভাতে।'- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঋতুচক্রের মধ্যে শরৎ ঋতুর শুভ্রতার বর্ণনা দিতে গিয়ে এমনই পঙ্ক্তি সাজিয়েছেন। প্রকৃতিতে রূপের ডালি সাজিয়ে হাজির হওয়া শরৎকালের নির্মল কোমল প্রশান্তস্ল স্বভাবের মোহময় রূপটির সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি। শ্রাবণের মেঘভাঙা জল থই থই বিষণতা পেরিয়ে প্রতি বছর শরৎ আসে বাংলার বৈচিত্র্যময় প্রকৃতিতে পালাবদলের গান নিয়ে। আজ পহেলা ভাদ্র। শুরু হলো ঋতুরাণী শরতের প্রথম দিন।

বাংলা সাহিত্যে এই ঋতুর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মহাকবি কালিদাস 'মেঘদূত' কাব্যে শরৎ বন্দনায় বলেছেন-'প্রিয়তম আমার, ঐ চেয়ে দেখ, নববধূর ন্যায় সুসজ্জিত শরৎকাল সমাগত।' 'ঋতুসংহার' কাব্যে লিখেছেন-'আকাশ ফুলের মতো যার পরিধান, প্রফুল্ল পদ্মের মতো যার মুখ, উন্মত্ত হাঁসের ডাকের মতো রমণীয় যার নূপুরের শব্দ, পাকা শালি ধানের মতো সুন্দর যার ক্ষীণ দেহলতা, অপরূপ যার আকৃতি সেই নববধূরাতো শরৎকালে আসে।' কবির কল্পনায় শরৎ ঋতুর সঙ্গে প্রকৃতি ও নারীর উপমা দেখে বিস্ময়াভিভূত না হয়ে উপায় নেই। শরতে প্রকৃতি যেন সত্যিই নববধূর সাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে। 'শরতের রংটি প্রাণের রং' উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শরৎ' প্রবন্ধে লিখেছেন- 'শরতের রংটি প্রাণের রং। অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড়ো নরম। রৌদ্রটি কাঁচা সোনা, সবুজটি কচি, নীলটি তাজা। এজন্য শরৎ নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে, যেমন বর্ষায় নাড়া দেয় আমাদের ভিতর- মহলের হৃদয়কে, যেমন বসন্তে নাড়া দেয় আমাদের বাহির মহলের যৌবনকে।' রবীন্দ্রনাথ মানুষের ভেতরের মহলে লুকিয়ে থাকা সব কথা কী করে যেন জানতে পারেন! শরতের প্রকৃতি নিয়ে তাঁর এমন গভীর পর্যবেক্ষণ, এমন সত্য উচ্চারণ, সমকালীন সাহিত্যে সত্যিই বিরল।

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও তাঁর কবিতা-গানে শরতে বাংলার প্রকৃতির অপরূপ রূপের বর্ণনা করেছেন। 'শিউলি ফুলের মালা দোলে শারদ রাতের বুকে ঐ', 'এসো শারদ প্রাতের পথিক'-সহ অনেক গান তিনি রচনা করেছেন। 'বর্ষা বিদায়' কবিতায় নজরুল লিখেছেন-'কুমারীর ভীরু বেদনা-বিধুর প্রণয় অশ্রুসম/ঝরিছে শিশির-সিক্ত শেফালি নিশি-ভোরে অনুপম।' অন্যত্র আছে-'কাশফুলসম শুভ্র ধবল রাশ রাশ শ্বেত মেঘে/ তোমার তরীর উড়িতেছে পাল উদাস বাতাস লেগে।' নজরুলের এই কবিতায় শরতের প্রায় সব অনুষঙ্গই বর্ণিত হয়েছে।

কাশ-শিউলির শুভ্রতায় মোড়ানো ভোরের মিষ্টতা, শিশিরস্নাত ফুলদলের মোহনীয়তা কিংবা শরতের বৈভব, অনুভবও। দৃশ্যত গ্রামীণ প্রকৃতিতে শরৎ আসে সাড়ম্বরে। শরতের মেঘহীন নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা প্রকৃতি প্রেমিকদের মন কেড়ে নেয়। শরতের শেফালি, মালতী, কামিনী, জুঁই, টগর আর সাদা সাদা কাশফুল মাথা উঁচিয়ে জানান দেয় সৌন্দর্য। শেফালি মিষ্টি সুবাস ছড়িয়ে দেয় চারপাশে। যদিও ইট-কাঠের নগরীতে শরৎ থেকে যায় অনেকটা আড়ালে। শরতেই হয়ে থাকে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। সত্যিকার অর্থে, শরতের রূপ শান্ত-স্নিগ্ধ ও কোমল। যেখানে আছে নির্মল আনন্দ আর অনাবিল উচ্ছ্বাস।

জীবনানন্দ দাশ মনে করেন, 'যৌবন বিকশিত হয় শরতের আকাশে'। তিনি প্রিয়তমাকে খুঁজে ফেরেন শরতের ভোরের স্নিগ্ধতায়। 'ঝরা পালক' গ্রন্থের 'একদিন খুঁজেছিনু যারে' কবিতায় তিনি লিখেছেন, 'একদিন খুঁজেছিনু যারে/বকের পাখার ভিড়ে বাদলের গোধূলি-আঁধারে, /মালতীলতার বনে,-কদমের তলে,/নিঝুম ঘুমের ঘাটে, -কেয়াফুল, -শেফালীব দলে!/স্লযাহারে খুঁজিয়াছিনু মাঠে মাঠে শরতের ভোরে'।

শরতের রূপ-লাবণ্য কবির হৃদয়ানুভূতিকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। সৃষ্টিশীল কবির হাত ধরে শরৎ উঠে আসে কবিতায়, কবির পঙ্ক্তিমালা হয়ে যায় শরৎসমৃদ্ধ।

বৈষ্ণব সাহিত্যে শরতের সৌন্দর্য, বিরহের রূপ প্রতিটি মানুষের মনকে উদ্বেল করে তোলে। বৈষ্ণব পদাবলির অন্যতম কবি বিদ্যাপতি রাধা বিরহের যে চিত্র এঁকেছেন তা শুনে প্রতিটি বিরহ কাতর হৃদয়েই হাহাকার ওঠে-'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।/ এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/ শূন্য মন্দির মোর।'

ঋতুবৈচিত্র্যের বাংলাদেশে বাংলা সনের ভাদ্র ও আশ্বিন দুই মাস শরৎকাল। সদ্যবিদায়ী শ্রাবণধারা পত্রপল্লবের গায়ে যে উজ্জ্বলতার রং এঁকে দেয়, শরতে তা আরও নিখাদ হয়ে ওঠে।

শরতের এই রং রূপ গন্ধ শোভা ঐশ্বর্য- সবই যেন অলৌকিক সৌন্দর্যের আধার। শান্ত-স্নিগ্ধ প্রকৃতি, স্বচ্ছ নীলাকাশ দুপুরের আলোমাখা সোনা রং, বিকালের নরম রোদে পুকুর ঘাটে কিশোরীর পা ডুবানো দৃশ্য, সন্ধ্যার হাত ধরে কুয়াশার বিস্তৃতি মনে করিয়ে দেয় শরতের চিরন্তন ও শাশ্বত রূপ।

শিউলিঝরা শরতের সকাল

বিপ্রদাশ বড়ুয়া

দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে না বলে বাংলা ক্যালেন্ডারের ব্যবহার প্রায় উঠেই গেছে। তাই বাংলা মাসের পালাবদল এখন অনেকেই হয়তো খেয়ালই করে না। কিন্তু ক্যালেন্ডারের পাতা না দেখেই কিছু কিছু ঋতুর আগমন বেশ টের পাওয়া যায়। এই যেমন শরৎ ঋতু। এ সময় আকাশ থাকবে গাঢ় নীল। আর তার ওপর ডিটারজেন্ট পাউডারের বিজ্ঞাপনের মতো ছড়ানো ছিটানো হাসিখুশি ধবধবে সাদা মেঘ। এ ঋতুতেই দিকে দিকে ফুটবে মেঘের মতো সাদা কাশফুল আর শিউলি। তবে এ দুইয়ের মধ্যে শিউলিকেই বলা হয় শরতের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ ফুল। গ্রীষ্ম ঋতুর অন্য সব ফুলও অবশ্য এ সময় থাকে, কিন্তু শরতের সেরা শিউলি। এ ফুলের আরেক নাম শেফালি। শিউলির কোমল সাদা পাঁচটি পাপড়ির সঙ্গে বোঁটার রং লালচে হলুদ। দুর্দান্ত ও দুর্লভ তার যুগল সৌন্দর্য। পাপড়িও একটু পুরু এবং তার কোমলতা চোখে পড়ার মতো। এ রকম ফুল ভূ-বাংলায় আর নেই। আর সুগন্ধও তেমনি স্নিগ্ধ ও মনকাড়া। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ ফুলটি সন্ধ্যায় ফোটে, সূর্য ওঠার আগে ঝরে পড়ে গাছতলায়। কেন ?

এর উত্তর হিসেবে শিউলি সম্পর্কে ভারতীয় ও গ্রিক পুরাণে আছে এক কিংবদন্তি। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, ভৌগোলিকভাবে ভারত উপমহাদেশ আর গ্রিস পৃথিবীর দুই প্রান্তে অবস্থিত হলেও এ দুটি কাহিনিই প্রায় একই রকম। এটি কী করে হলো বলা খুব কঠিন। যাহোক, বাংলা-ভারতীয় কাহিনিটি হলো: পারিজাত নামে নাগরাজের এক কন্যা ছিলেন। নাম তাঁর পারিজাতক। তাঁকে খুব ভালোবাসতেন সূর্যদেব। তবে পরে সূর্যদেব অন্য এক নারীর ভালোবাসায় মুগ্ধ হন। এরপর পারিজাতককে ত্যাগ করেন সূর্যদেব। এই দুঃখ ও অভিমানে দেহত্যাগ করেন পারিজাতক। প্রাণত্যাগের ঘটনার জায়গায় তখন জন্ম নিল একটি গাছ। কিছুদিন পর তাতে ফুটল পবিত্র সাদা রঙের ফুল। কিন্তু বোঁটায় রইল ভালোবাসার লালচে হলুদ দুর্লভ রং। তবে রাজকন্যা মরে গাছ হয়েও ভোলেননি তাঁর বিগত দিনের দুঃখের কথা। ভোলেননি সূর্যের প্রতি তাঁর অভিমানের কথা। তাই সকালে সূর্য ওঠার আগে ঝরে পড়ে যায় শিউলি।

শিউলির বৈজ্ঞানিক নাম Nyctanthes arbortristis L., পরিবার হলো ঙষবধপবধব। এ নামের প্রথমাংশ বা নিকটেনথাস গ্রিক শব্দ, যার অর্থ রাতের ফুল। আর আরবট্রিসটিস অর্থ বিষাদিনী তরু। এ নামকরণের সঙ্গে প্রাচীন গ্রিক উপকথাটি জড়িয়ে আছে। উপকথাটি এই, এক রাজকন্যে। অসাধারণ তাঁর রূপ-লাবণ্য। ভালোবাসলেন উজ্জ্বল দীপ্তিমান সূর্যদেবতাকে। সূর্যের প্রেমে রাজকন্যে মাতোয়ারা। কিন্তু এমন একাগ্র প্রণয়িনীকে সূর্য ত্যাগ করলেন। বঞ্চিত-লাঞ্ছিত রাজকন্যে অপমানে আত্মহত্যা করলেন একদিন। অভিমানী রাজকন্যের চিতার ছাই থেকে শেষে জন্ম নিল একটি গাছ। গাছের শাখায় শাখায় হতভাগিনী রাজকন্যের সব দুঃখ ফুটল ফুলে ফুলে সুশোভিত হয়ে। তাঁর আশ্চর্য হৃদয়ের সব সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হলো বর্ণে-গন্ধে-লাবণ্যে-সুষমায়। কিন্তু ফুটল রাতের অন্ধকারে, সবার অগোচরে। কারণ, সূর্যের প্রতি তাঁর প্রবল ঘৃণা, প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা। সূর্য পুব আকাশে দেখা দিতে না দিতে ঝরে পড়ল সেই ফুল। ঘৃণা ও লজ্জায় মুখ ঢাকেন মা ধরণির কোলে। ভারতীয় আর গ্রিক কাহিনির এমন মিল হলো কী করে! অনেকে বলেন শিউলি এসেছে বিদেশ থেকে। অথচ খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬ অব্দে জন্ম নেওয়া কবি কালিদাসের কাব্যে শিউলির কথা আছে। শুধু তা-ই নয়, বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছে শিউলি। কবিতা-গানেও শিউলির আছে বিশেষ স্থান। এ ফুল নিয়ে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল লিখে গেছেন। গানে বেঁধেছেন। চিত্রশিল্পীরাও ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন শিউলিকে। রবীন্দ্রনাথের শরৎ ঋতু পর্যায়ের একটি গানের পঙক্তি 'ওলো শেফালি, ওলো শেফালি, আমার সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি।। তারার বাণী আকাশ থেকে তোমার রূপে দিল এঁকে শ্যামল পাতার থরে থরে আখর রুপালি।।' আর নজরুল গেয়েছেন, 'তোমারি অশ্রু-জলে শিউলি-তলে সিক্ত শরতে, হিমানীর পরশ বুলাও ঘুম ভেঙে দাও দ্বার যদি রোধি।' শিউলি মাঝারি আকারের গাছ। ১০ থেকে ১৫ ফুট উঁচু হয়। বাঁচে ৪০ থেকে ৫০ বছর। কিন্তু গাছের গোড়ায় পানি জমলে বা বানে ডুবলে মরে যায়। অল্প জায়গায়, দেয়ালের পাশে ভালো জন্মে। একটি শিউলিগাছ না থাকলে বাগান অপূর্ণ থাকে। সবুজ ঘাসের ওপর ঝরা শিউলি খুব সুন্দর দৃশ্য সৃষ্টি করে। শরতের ভোরে বড়দের দেখাদেখি শিশুরাও শিউলি কুড়োতে খুবই উৎসাহী। শিউলি কুড়ানো ছোটদের জন্য খুব আনন্দের। পায়েস ও মিষ্টান্নে শিউলির বোঁটার রং ব্যবহৃত হয়। প্রাচীনকালে চীনের বৌদ্ধভিক্ষুরা এই রং দিয়ে তাঁদের চীবর (কাপড়) রাঙাতেন। তোমরা হয়তো লক্ষ করোনি, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে ঢাকায় শিউলি ফুটেছিল আষাঢ়ের শেষ দিনগুলোতে। এ ঘটনা বিরল। কিন্তু প্রকৃতিতে এ রকম ঘটে। এ বছরও শ্রাবণে ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধবিহারে শিউলি ফুটেছিল। এটিও মনে রাখার বিষয়। বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে এ রকম এক গাছ ছিল। সেটি বছর দশেক আগে মরে যায়।

শিউলির তেতো রস স্বভাবতই অরুচিকর আর অপছন্দের। কিন্তু এ তেতো গুণে ভরপুর। শিউলির পাতা, ছাল, বীজ কবিরাজি ওষুধে খুব মূল্যবান। এগুলো আমবাত, পুরোনো জ্বর, মাথার খুশকি, পিত্ত ও কফরোগে উপকারী। আবার মেদ বাড়লে, কৃমিতে, গলা বসে গেলে, দাহরোগে, মূর্ছায়, খাদ্যে বিষক্রিয়ায়, পিপাসা রোগে, সাইটিকায় শিউলি ভালো ওষুধ। বোঝাই যাচ্ছে, রাজকন্যে আত্মত্যাগ করেও মানুষের উপকার করতে ভোলেননি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গ্রাহক সংযোগ উন্নত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত

মালিগাঁও, ২৭ আগস্ট, ২০২৪: জোনের মধ্যে পণ্য সামগ্রী পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং উন্নত গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থা প্রদান করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এমন ধরনের প্রচেষ্টাগুলির অংশ হিসেবে গ্রাহকদের দ্বারা বিভিন্ন বিভিন্ন সামগ্রীর সুগম ও সহজ পরিবহণের লক্ষ্যে ২০২৪-এর জুলাই মাসে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী পণ্য ট্রাফিক হ্যান্ডলিং-এর জন্য আরও কিছু স্টেশন খুলে দেওয়া হয়েছে।

গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং পণ্য রাজস্ব বৃদ্ধি করতে অসমের কাছাড় জেলার অন্তর্গত বরাক উপত্যকার পাঁচগ্রাম স্টেশনটি ০২ জুলাই, ২০২৪ তারিখ থেকে সম্পূর্ণ রেক পরিবহণের সুবিধার মাধ্যমে বর্হির্মুখী লাইমস্টোন ট্র্যাফিক হ্যান্ডলিং-এর জন্য খোলা হয়েছে। একইভাবে, বাঁশ পরিবহণের ক্ষেত্রে এই জোনটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। তিনসুকিয়া ডিভিশনের ধেমাজি স্টেশন থেকে ২০টি পণ্যবাহী ওয়াগনে ব্যাম্বু চিপস লোড করা হয়েছিল এবং রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত বিশ্বনাথ চারিআলি স্টেশন থেকে ৪০টি মিনি ওয়াগনে ব্যাম্বু কাট লোড করা হয়েছিল।

একইভাবে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্যান্য ডিভিশনও বিডিইউ উদ্যোগ উন্নত করতে একনিষ্ঠভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ভুট্টা, চাল, ব্যাম্বু কাট, ব্যাম্বু চিপস, স্টোন চিপস, আলু ইত্যাদির মতো সামগ্রী পরিবহণের সুবিধার জন্য ফুল ও মিনি উভয় রেকের ওয়াগন বুক করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ধেমাজি, বিশ্বনাথ চারিআলি, ফালাকাটা, নিউ কোচবিহার, বিন্নাগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জংশনের মতো স্টেশনগুলিতে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী পরিবহণ করে সংশ্লিষ্ট মাসে ২.৩১ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব উপার্জন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মাসে এই স্টেশনগুলি থেকে মোট ১৭৫টি পণ্যবাহী ওয়াগন এবং ০৩টি পার্সেল ভ্যান লোড করা হয়েছিল।

এমনকি, জোনের ভেতরে বিন্নাগুড়ি থেকে ভৈরবীতে এবং আলিপুরদুয়ার থেকে শিলঘাট টাউন ও আগরতলায় যথাক্রমে স্টোন চিপস এবং আলু পরিবহণ করা হয়েছে।

পণ্যবাহী পরিবহণের ক্ষেত্রে গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যবসায়িক ইউনিট ও রেলওয়ের মধ্যে পারস্পরিক বার্তালাপের পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে, যার ফলে রেলওয়ে দ্বারা অতুলনীয় সুবিধা, দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা প্রদান করা হবে। ডিজিটাইলেজশনকে গ্রহণ করার মাধ্যমে যোগাযোগ এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক নীতিগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, এর ফলে দেশের লজিস্টিক পরিষেবার জন্য রেলওয়ে হয়ে উঠেছে পছন্দের পরিবহণ ব্যবস্থা।

বিএসপি-র শীর্ষ পদে মায়াবতীই, ফের নির্বাচিত দলের জাতীয় সভানেত্রী

লখনউ, ২৭ আগস্ট (হি.স.): বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র শীর্ষ পদেই থাকছেন মায়াবতী। মঙ্গলবার ফের একবার বহুজন সমাজ পার্টির জাতীয় সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন মায়াবতী। মঙ্গলবার লখনউতে বিএসপি-র জাতীয় কার্যনির্বাহী বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন মায়াবতী। এদিনের বৈঠকে দলের জাতীয় সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার কথা ছিল। প্রত্যাশা মতোই ফের একবার বহুজন সমাজ পার্টির জাতীয় সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন মায়াবতী। ফলে মায়াবতীর কাঁধেই আবারও থাকলো দলের যাবতীয় দায়িত্ব।

‘পুলিশি অত্যাচার’, রাজ্য স্তব্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৭ আগস্ট (হি.স.): “পুলিশ এই অত্যাচার বন্ধ না করলে পশ্চিমবঙ্গ স্তব্ধ করে দেব”! পুলিশ-বিক্ষোভকারীদের দ্বৈরথের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় পুলিশকে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

মঙ্গলবার নবান্ন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। আন্দোলনকারীদের রুখতে জলকামান, কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে থাকে পুলিশ। সেই সময় বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে শুভেন্দুবাবুর সাফ কথা, বুধবার পশ্চিমবঙ্গ স্তব্ধ হয়ে যাবে যদি পুলিশ এই অত্যাচার বন্ধ না করে। মঙ্গলবার সকালে চার ছাত্র নেতার গ্রেফতারি এবং পরে আন্দোলনকারীদের রুখতে পুলিশি ব্যবস্থার কড়া সমালোচনা করে কার্যত সরাসরি এই কর্মসূচিতে জড়িয়ে পড়লেন শুভেন্দু অধিকারী।

কোনও রাজনৈতিক দল নয়, পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ এই নবান্ন অভিযানের ডাক দেয়। তবে প্রথম থেকে এই কর্মসূচিকে বাইরে থেকে সমর্থন করার কথা জানিয়েছিল বিজেপি। মঙ্গলবার সকালেই শুভেন্দু অধিকারী চার ছাত্র নেতার গ্রেফতারির কথা এক্স-হ্যান্ডেলে অভিযোগ করেন।

বাংলাদেশ নিয়ে ফের তোপ তথাগতর

কলকাতা, ২৭ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশ নিয়ে ফের তোপ দাগলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

মঙ্গলবার তিনি এক্স-বার্তায় লিখেছেন, “আজকের বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীর আব্বু পাকি জেনারেল নিয়াজির কথা বেশি করে মনে পড়ছে। বলেছিল, বাংলাদেশের মেয়েদের পেটে পাকিস্তানের বীজ ঢুকিয়ে দাও। সেই বীজ আজ জামাত নামক গাছে পরিণত।

বাংলাদেশীদের সম্বন্ধে নিয়াজি আরো বলেছিল, “জ্জন্ষ্ঠ্ন খ নদ্রন্দ্র ন্স্বদ্রত্ব্নখদ্রত্বত্রন্ডন দ্র নদ্রন্দ্র, ন্স্বদ্রত্ব দ্মত্রদ্রদ্মনত্র”। “এটি একটি নিচু জমি, নিচুস্তরের মিথ্যাবাদী লোকে পরিপূর্ণ”।

প্রতিক্রিয়ায় অরিজিৎ দাস নামে একজন এক্স-বার্তায় লিখেছেন, “এটা ভুলে গেলে চলবে কেন যে ওরা আদতে ইস্ট পাকিস্তান।

উত্তর প্রদেশে গাছ থেকে উদ্ধার দুই তরুণীর ঝুলন্ত দেহ, ছড়ালো চাঞ্চল্য

ফারুখাবাদ, ২৭ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের ফারুখাবাদে গাছ থেকে উদ্ধার হল দুই তরুণীর ঝুলন্ত দেহ। মৃত তরুণীদের বয়স যথাক্রমে ১৮ ও ১৫। পুলিশ দেহ দু”টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে, ওই দুই তরুণী নিজেরাই আত্মঘাতী হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।ফারুখাবাদের পুলিশ সুপার অলোক প্রিয়দর্শী বলেছেন, মঙ্গলবার আমরা খবর পাই, কাইমগঞ্জের ভগৌতিপুর গ্রামে একটি গাছে দুই তরুণীর দেহ ঝুলছে। খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। জানা গিয়েছে, দু”জনে খুব ভালো বান্ধবী ছিল। একই ওড়নায় দু”জনে ঝুলছিল। ওই দুই তরুণী নিজেরাই আত্মঘাতী হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে। তবে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই তা পরিষ্কার হবে। পুলিশ সুপার অলোক প্রিয়দর্শী আরও বলেছেন, আমরা একটি মোবাইল ফোন ও সিম পেয়েছি। পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দুই তরুণীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।মৃত এক তরুণীর বাবা পাপ্পু বলেছেন, ’একটা মন্দিরে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত তাঁরা আমার সঙ্গে ছিল। আমরা সবাই ফিরে এসেছিলাম, কিন্তু তাঁরা ফের বাইরে যায়। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাঝরাতে যখন ঘুম ভাঙে, আমি তাঁদের খুঁজে পাইনি। সকালে দেখলাম দু”জনের দেহ ঝুলছে। আমার মনে হয়, মেয়ে দু”টিকে হত্যা করার পর কেউ ঝুলিয়ে দিয়েছে। কারও সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। এ ব্যাপারে পুলিশ কী ব্যবস্থা নিয়েছে আমার কাছে কোনও তথ্য নেই।”এই ঘটনায় উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান অজয় রাই বলেছেন, ’উত্তর প্রদেশ সরকার নিজেরাই নিজেদের প্রশংসা করছে, তবে তাঁদের সরকারের মধ্যে নৈরাজ্য রয়েছে। ধর্ষণ, খুন এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়ছে। তাঁরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক লাভের জন্য বুলডোজার ব্যবহার করে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তাঁরা কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। শুধু নিজেদের লোককেই বাঁচাচ্ছে।’

ধৃতের বাইক সিপি-র নামে নথিভুক্ত, সাফাই দিল কলকাতা পুলিশ

কলকাতা, ২৭ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর-কাণ্ডে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের বাইক নথিভুক্ত রয়েছে কলকাতা পুলিশ কমিশনারের নামে! এই নিয়ে অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। সেই বিষয়টি এবার সমাজমাধ্যমে স্পষ্ট করল পুলিশ। রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন। এ নিয়ে কলকাতা পুলিশের সাফাই, কলকাতা পুলিশের ব্যবহারের জন্য সরকারি যানবাহনগুলি প্রথমে সরকারি ভাবে পুলিশ কমিশনারের নামে নথিভুক্ত করা হয়। তার পর সেই যানবাহন বিভিন্ন বিভাগের হাতে ব্যবহারের জন্য তুলে দেওয়া হয়।

কলকাতা পুলিশ এক্স-এ পোস্ট দিয়ে দাবি করে, এই বাইক নিয়ে সমাজমাধ্যমে কয়েক জন ‘বিভ্রান্তি’ তৈরি করার চেষ্টা করছেন।

ধৃত যেহেতু সিভিক ভলান্টিয়ার ছিলেন, তাই তাঁর ব্যবহার করা বাইকও কলকাতা পুলিশের কমিশনারের নামেই নথিভুক্ত ছিল। তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছিল, আর জি কর হাসপাতালে যে দিন চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগ উঠেছে, সে দিন ওই বাইকে চেপেই গিয়েছিলেন ধৃত। ঘটনার আগে আর জি কর হাসপাতালের একটি সিসিটিভি ফুটেজ সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ্যে এসেছে। সেই ফুটেজে দেখা গিয়েছে, আর জি কর হাসপাতালের করিডরে যখন হাঁটছেন সিভিক ভলান্টিয়ার, তার হাতে ঝুলছে হেলমেট। ধৃতের সেই বাইকও এখন তদন্তকারীদের আতশকাচের নীচে।

বুধবার ১২ ঘন্টার বাংলা বনধের ডাক বিজেপি-র

কলকাতা, ২৭ আগস্ট (হি.স.): ছাত্রসমাজের পাশে দাঁড়াতে বুধবার রাজ্যব্যাপী ১২ ঘণ্টা বন্‌ধের ডাক দিল বিজেপি। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বাংলা বন্‌ধের কথা ঘোষণা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। জানালেন, বুধবার সকাল ছ’টা থেকে সন্ধ্যা ছ’টা পর্যন্ত চলবে ‘সাধারণ ধর্মঘট’।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার দুপুরেও নবান্ন অভিযান নিয়ে মুখ খোলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভার বাইরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, “বহু জায়গা থেকে অত্যাচারের খবর আসছে।” রাজ্য পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে দমনপীড়ন না চালানোর আর্জিও জানান তিনি। অন্যথায়, বুধবার ‘রাজ্য স্তব্ধ করে দেওয়ার’ হুঁশিয়ারিও দেন বিরোধী দলনেতা।

মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানে আন্দোলনকারী ‘ছাত্র’দের বিক্ষোভে লাঠি চালায় পুলিশ। ছোড়া হয় কাঁদানে গ্যাস, জলকামান। এর পরেই সরাসরি ‘ছাত্রসমাজ’-এর পাশে দাঁড়িয়েছে বঙ্গ বিজেপি। ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশের দমনপীড়নের প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার রাজ্যব্যাপী ১২ ঘণ্টা বন্‌ধ পালনের ডাক দিয়েছে তারা।

সুকান্তবাবু সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ”প্রচুর আহত, গ্রেফতারি হয়েছে, পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে”, তাঁদের কথা ভেবে বাংলা বনধের ডাক।

বেহাল আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের ড্রেনেজ সিস্টেম, শীঘ্রই শুরু হতে পারে কাজ

আলিপুরদুয়ার, ২৭ আগস্ট (হি.স.): দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের ড্রেনেজ সিস্টেম। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার জেলা হাসপাতালের সেই বেহাল ড্রেনেজ সিস্টেম ঘুরে দেখলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব। সঙ্গে ছিলেন জেডিএ-র চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা এবং পূর্ত দফতরের আধিকারিকরা। এছাড়াও ছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও। ঘুরে দেখার পর তাঁরা রিপোর্ট দেবেন হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতিকে। রিপোর্ট দেখার পর বেহাল ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নত করার কাজ শুরু করা হবে।

৩০ আগস্ট বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন, ফের জানালেন চম্পই সোরেন

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট (হি.স.): তিনি যে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন, তা নিজের মুখেই জানালেন। মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পই সোরেন জানিয়েছেন, তিনি বিজেপিতেই যোগ দিচ্ছেন। আর এই যোগদান অনুষ্ঠান হবে আগামী ৩০ আগস্ট।

বিজেপিতেই যোগ দিচ্ছেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পই সোরেন। স্থির হয়ে গিয়েছে দিনক্ষণও। শুক্রবার (৩০ আগস্ট) রাঁচিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে পদ্মশিবিরে যোগ দেবেন তিনি। সোমবার রাতে এমনই দাবি করেছিলেন বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্বশর্মা। আর মঙ্গলবার সকালে দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চম্পই সোরেন জানিয়েছেন, ’১৮ আগস্ট যখন আমি এসেছিলাম, তখন আমি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলাম, প্রথমে ভেবেছিলাম রাজনীতি থেকে অবসর নেব। কিন্তু তারপর জনসমর্থনের কারণে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম না।

বিআরএস শিবিরে খুশির জোয়ার, সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন কে কবিতা

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেয়ে গেলেন ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-র নেত্রী কে কবিতা। মঙ্গলবার কে কবিতাকে দিল্লি আবগারি দুর্নীতি মামলায় জামিন প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্ট। বেশ কিছু শর্ত দিয়েই কে কবিতাকে জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ১০ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড এবং সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারবেন না, এই শর্তে কে কবিতাকে জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এছাড়াও কে কবিতাকে নিজের পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে।প্রথমে ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন, পরে সিবিআই নিজেদের হেফাজতে নেয় কবিতাকে। মঙ্গলবার ইডি এবং সিবিআই, দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মামলায় জামিন পেলেন তেলঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও-এর কন্যা। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি আর গভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চে কবিতার জামিনের মামলার শুনানি ছিল। সেই শুনানিতে বেঞ্চ, ইডি এবং সিবিআইকে প্রশ্ন করে, আবগারি মামলায় যে কবিতা জড়িত ছিলেন, তা প্রমাণ করার জন্য তাদের কাছে কী তথ্য রয়েছে? অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু আদালতে জানান, কবিতা নিজের মোবাইল ফোন ফরম্যাট করেছিলেন। এ ভাবে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করা হয়েছে বলে জানান তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী রাজু। যদিও সেই অভিযোগ ভুয়ো বলে আদালতে জানিয়েছেন কবিতার আইনজীবী মুকুল রোহতগি। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল, কে কবিতা পাঁচ মাস ধরে জেলে রয়েছেন। ৪৯৩ জন সাক্ষী এবং বেশ কয়েকটি নথি থাকায় বিচার শেষ হতে সময় লাগবে। উল্লেখ্য, এর আগে দিল্লি হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেছিলেন কে কবিতা। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ার পরেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। সুপ্রিম কোর্ট এদিন দিল্লি হাইকোর্টের সেই আদেশকেও খারিজ করে দিয়েছে। কে কবিতা জামিন পেতেই আনন্দে মেতে উঠেছে বিআরএস শিবির, যেন খুশির জোয়ার এসেছে।

পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন মোদী রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে হয়েছে কথা

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট (হি.স.): রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেই এক্স হ্যান্ডেলে তা জানিয়েছেন। সম্প্রতি ইউক্রেন সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই আবহে মোদী ও পুতিনের মধ্যে এই বার্তালাপ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, ’বিশেষ এবং বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সাম্প্রতিক ইউক্রেন সফরের প্রেক্ষিতে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময় হয়েছে। সংঘাতের দ্রুত, স্থায়ী এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানে সমর্থন করার জন্য ভারতের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।’

ধর্ষণবিরোধী আইনের পক্ষে ফের সরব অভিষেক

কলকাতা, ২৭ আগস্ট (হি.স.): “আর জি করের ঘটনার পর থেকে ১৫ দিনে মহিলাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ এবং শারীরিক অত্যাচারের একাধিক ঘটনার খবর প্রকাশ্যে এসেছে।”

এই শিরোনামে একটি কোলাজ পোস্ট করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে লিখলেন, গোটা দেশ ধর্ষণের বিচার চেয়ে আন্দোলন করছে। অথচ, এই কোলাজটিই বলে দিচ্ছে এই মুহূর্তে ভারতের পরিস্থিতি আসলে কী রকম? দেশে এই মুহূর্তে ধর্ষণবিরোধী আইনের প্রয়োজন। কারণ, পরিসংখ্যান বলছে, দেশে প্রতি ১০০টি ধর্ষণের ঘটনায় ৭৪ জন শাস্তিই পান না।

আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজ। এ দিন সকালেই সমাজমাধ্যমে ওই পোস্ট করেছেন অভিষেক।

আর জি করে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৯ অগস্ট। তার পর থেকে ১৫ দিনে দেশে যে সমস্ত ধর্ষণের ঘটনা সংবাদমাধ্যমের নজরে এসেছে, অভিষেকের দাখিল করা ‘কোলাজ’-এ কোথাও লেখা যোধপুরে মন্দিরের বাইরে শুয়ে থাকা তিন বছরের শিশুকে ধর্ষণের কথা। কোথাও লেখা অসমে ১৪ বছরের কিশোরীকে টিউশন পড়ে ফেরার পথে ধর্ষণ। আবার ওড়িশায় দুই রোগীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে আইসিইউয়ের চিকিৎসকের বিরুদ্ধে!

অভিষেক লিখেছেন, “ভারতের এই পরিস্থিতির জবাব একটাই। কঠোর ধর্ষণবিরোধী আইন প্রয়োজন, যা ৫০ দিনের মধ্যে ধর্ষণে অভিযুক্তের শুনানি এবং দোষী সাব্যস্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করবে। কারণ, দেশে ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত করার হার মাত্র ২৬ শতাংশ।”

মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ কমিশনার উভয়ের অবিলম্বে পদত্যাগের দাবি অমিত মালব্যর

কলকাতা, ২৭ আগস্ট (হি.স.): অবাধ ও নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার উভয়কেই অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। মঙ্গলবার এক্স বার্তায় এই দাবি করেছেন বিজেপি-র পশ্চিমবঙ্গ সহ-পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য।

অমিতবাবু লিখেছেন, “এটি একটি বিশাল উদ্ঘাটন। কলকাতা পুলিশ এবং টিএমসি-র বক্তব্য অনুসারে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ ও হত্যা মামলার অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় অভিশপ্ত রাতে কলকাতা পুলিশ কমিশনারের নামে নিবন্ধিত একটি বাইক চালাচ্ছিলেন। একই কমিশনার, যিনি সঠিক তদন্ত ছাড়াই এটিকে আত্মহত্যা বলেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এটি গুরুতর বিষয় এবং এর তদন্ত প্রয়োজন। সিবিআইয়ের উচিত তাদের হেফাজতে নেওয়া, তাদের ফোন রেকর্ড করা এবং তরুণী ডাক্তারের ধর্ষণ ও হত্যার পিছনে ষড়যন্ত্র উদঘাটনের জন্য তাদের পলিগ্রাফ পরীক্ষা করা উচিত।

মৃত ব্যক্তি কি চেস্ট মেডিসিন বিভাগে নকল ওষুধের সিন্ডিকেট সম্পর্কে কিছু আবিষ্কার করেছিলেন? যেমনটি চিকিৎসক মহলে অভিযোগ করা হচ্ছে? তিনি একজন পালমোনোলজিস্ট ছিলেন। করদাতাদের অর্থ ব্যবহার করে সংগ্রহ করা যক্ষ্মা ওষুধের বড় চালান হত। এমন কোনও সিন্ডিকেট আছে কি, যেটি প্রতিবেশী দেশে আসল ওষুধ রফতানি করত এবং বদলে দিতো মিশ্রিত/দূষিত নমুনা দিয়ে?

এটার অনেক স্তর আছে। যেহেতু কলকাতা পুলিশ এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত প্রমাণ মুছে ফেলার এবং জড়িতদের রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে সিবিআইয়ের কাছে এটি একটি কঠিন কাজ।”

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর, ওয়ানাডের পরিস্থিতি নিয়ে হয়েছে চর্চা

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট (হি.স.): দিল্লিতে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। ওয়ানাডের পুনর্বাসন নিয়ে আলোচনা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও কেরলের মুখ্যমন্ত্রী বিজয়নের মধ্যে। মঙ্গলবার সকালেই দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন।এরপর দুপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করেছেন। বৈঠকে ওয়ানাডের পুনর্বাসন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রাজ্য সরকার একটি অতিরিক্ত, বিশদ স্মারকলিপি জমা দিয়েছে যা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল।

মঙ্গলবার আগরতলায় ইসকনের স্বামী প্রভুপাদের ১২৮ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। নিজস্ব ছবি।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ভোরে ওঠার ৭ উপকারিতা

পড়াশোনার জন্য ভোরবেলাই আদর্শ। বাড়ির বড়রাও পরামর্শ দেন, ভোর ভোর উঠে পড়তে বসলে পড়া নাকি তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়, মনেও থাকে। পড়াশোনায় যদি মনোযোগ বাড়াতে হয়, তা হলে প্রতি দিন একটি নির্দিষ্ট সময়েই পড়তে বসা উচিত। তার জন্য ভোরবেলার সময়টাই ঠিক বলে মনে করেন অনেকে। একাধিক গবেষণা বলছে, ভোর ৫টায় যদি ঘুম থেকে ওঠা যায়, তা হলে পড়াশোনা, শরীরচর্চার জন্য অনেকটা সময় পাওয়া যায়।

পাশাপাশি, ভোরের ওই সময়টাতে চারপাশের কোলাহল কম থাকে। যে কোনও কাজেই মনঃসংযোগ বেশি করা যায়। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ভোরে ওঠার সাত উপকারিতা ১) রাতে তাড়াতাড়ি ঘুম ও ভোর ৫টায় ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করলে জীবনে শৃঙ্খলা আসবে। নিয়মানুবর্তিতা রপ্ত হবে স্বাভাবিক নিয়মেই। আর রোজের অভ্যাসকে নিয়মে বাঁধতে পারলে পড়াশোনাও গুছিয়ে ও মনোযোগ দিয়ে করতে পারবে ছাত্রছাত্রীরা। ২) ভোরে নাগরিক কোলাহল কম থাকে। চারপাশের পরিবেশ শান্ত থাকে। তাই মন বিক্ষিপ্ত হবে না। পড়তে বসলেই একাগ্রতা আসবে। ভোরের সময়তেই কঠিন ও জটিল বিষয়গুলি নিয়ে চর্চা করলে তার সমাধানও বেরিয়ে আসবে দ্রুত। ৩) ভোরের বিশুদ্ধ বাতাস মন ও মেজাজকে তরতাজা রাখবে। ভোর ৫টায় উঠে যদি হাঁটাহাঁটি, জগিং করা যায় অথবা প্রকৃতির মাঝে কিছুটা সময় কাটানো যায়, তা হলেই শরীরের পাশাপাশি মানসিক ক্লান্তিও দূর হবে। মনের চিন্তা, উদ্বেগ কমবে। ছাত্রছাত্রীরা নিয়ম করে ভোরে উঠে শরীরচর্চা সেরে নিয়ে যদি পড়তে বসে, তা হলে সাফল্য আর আটকায় কে! ৪) ভোরে উঠলে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়ে। একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত, ভোরবেলায় মস্তিষ্ক সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে। সৃজনশীল চিন্তাভাবনাও আসে। তাই এই সময়টাই যদি পড়াশোনার কাজে লাগানো যায়, তা হলে মেধা বাড়বে, বুদ্ধিরও বিকাশ হবে। ৫) সময়ের সঠিক ব্যবহার করা যায়। ভোরবেলা উঠলে অনেকটা সময় পাওয়া যায়। পড়াশোনা, শরীরচর্চার, মেডিটেশনের পাশাপাশি নিজের কিছু শখ থাকলে, তা পূরণ করার সময়ও থাকে। সামগ্রিক ভাবে নিজেকে সব দিক দিয়ে তৈরি করার ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকে। ফলে আত্মবিশ্বাসও বাড়ে। ৬) সারা দিনের কাজ গুছিয়ে নেওয়া যায়। পরিকল্পনা মতো সময় ভাগ করে নিয়ে এগোতে চাইলে, ভোরে ওঠাই শ্রেয়। ৭) ভোরে উঠলে কখনওই হতাশা, অবসাদ আসবে না। পড়াশোনা, পরীক্ষা, স্কুল বা কলেজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যদি উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা থাকে, তা হলে তার সমাধান বার করতে ভোরেই উঠতে হবে। কারণ এই সময়তেই মস্তিষ্কে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা আসে। সঠিক সিদ্ধান্তও নেওয়া যায়।

চুল পড়ার বিভিন্ন কারণ

কমবেশি চুলের যত্ন নেন সকলেই। যত্নআত্তি করার পরেও কেন চুল পড়ে, সেই রহস্যের কিনারা এখনও অনেকেই করে উঠতে পারেননি। এমন কি হতে পারে যে চুলের যত্ন নিতে গিয়েই কিছু ভুল হয়ে যাচ্ছে? চর্মরোগ চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, অনেক সময় কিছু ভুলের কারণে অজান্তেই ঝরতে থাকে চুল। কোন ভুলগুলি এড়িয়ে চলবেন? ভিজে অবস্থায় চুল আঁচড়ানো চুল চুপচুপে ভুজে। তার মধ্যেই আঁচড়ালে চুলের গোড়ার দুর্বল হয়ে যায়। ফলে চুল

পড়ে যায়। এই কারণেই ভিজে চুল আঁচড়াতে বারণ করা হয়। তাড়াহুড়োয় অনেকেই এই ভুল করে ফেলেন। শ্যাম্পু করার পর চুল ভাল করে ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে তবেই আঁচড়ানো উচিত।

কন্ডিশনার ব্যবহার না করা শ্যাম্পু করার পর কন্ডিশনার ব্যবহার করতে ভুলে যান? তা হলে চুল ঝরা আটকানো সম্ভব নয়। কন্ডিশনার চুলে পুষ্টি জোগায়, চুলের গোড়া শক্ত করে। কন্ডিশনার ব্যবহার না করলে চুলের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। শক্ত করে চুল বাঁধা- কাজের সময় বার বার চুল মুখে এসে পড়ে বলে শক্ত করে বেঁধে রাখেন। এই অভ্যাস চুলের জন্য একেবারে ভাল নয়। আঁটসাঁট করে বাঁধলে চুলের গোড়া দুর্বল হয়ে পড়ে। এই কারণে অসংখ্য চুল ঝরতে থাকে। সুষম খাবার না খাওয়া- চুল ঝরার নেপথ্যে থাকতে পারে স্বাস্থ্যকর খাবার না খাওয়া। সঠিক পুষ্টি যদি শরীরে না প্রবেশ করে, তখনই চুল পড়তে শুরু করে। তাই মিনারেলস, ফাইবার, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খেতে হবে। অত্যধিক হারে যন্ত্রের ব্যবহার ড্রায়ার, স্ট্রেটনারের অত্যধিক ব্যবহারে চুল বেশি ঝরতে শুরু করে। তাই এই ধরনের যন্ত্র যত কম ব্যবহার করবেন, ততই চুলের জন্য ভাল। যন্ত্রের তাপে চুল অনেক সময় পুড়ে যায়। সেই কারণেই তা ঝরে পড়ে।

কালচে ছোপ উঠে যাবে, নরম ও মসৃণ ঠোঁট পাবেন পুরুষেরাও

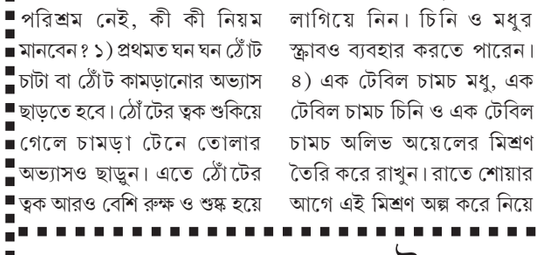

ঠোঁটের সঠিক যত্ন নেন ক'জন পুরুষ? যাঁরা বেশি ধূমপান করেন তাঁদের ঠোঁটে কালচে দাগছোপ পড়ে যায়। ঠোঁট ফেটে চামড়াও উঠতে থাকে অনেকের। আবার ঘন ঘন ঠোঁট চাটার অভ্যাস থাকলে খুব তাড়াতাড়ি ঠোঁটের ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। তখন দেখতেও ভাল লাগে না। ঠোঁটের ত্বক খুব কোমল। তাই তার সঠিক যত্ন দরকার। খুব সামান্যি পরিচর্যা করলেই আপনার ঠোঁটও তারকাদের মতোই সুন্দর ও মসৃণ হয়ে উঠবে। ঠোঁটের যত্নে বেশি পরিশ্রম নেই, কী কী নিয়ম মানবেন? ১) প্রথমত ঘন ঘন ঠোঁট চাটা বা ঠোঁট কামড়ানোর অভ্যাস ছাড়তে হবে। ঠোঁটের ত্বক শুকিয়ে গেলে চামড়া টেনে তোলার অভ্যাসও ছাড়ুন। এতে ঠোঁটের ত্বক আরও বেশি রুক্ষ ও শুষ্ক হয়ে ওঠে। ২) প্রতি রাতে শোওয়ার সময় অবশ্যই লিপ বাম লাগিয়ে শোবেন। এতে ঠোঁটের আর্দ্রতা বজায় থাকবে।

৩) ঠোঁটের স্বাভাবিক রং ধরে রাখতে এক্সফোলিয়েট করা খুব জরুরি। এতে ত্বকের উপরের মৃত কোষ উঠে যায়। সে জন্য নিয়মিত স্ক্রাব করতে হবে। খুব সহজ একটি পদ্ধতি হল চিনির স্ক্রাব। আঙুল ভিজিয়ে নিয়ে তাতে চিনি লাগিয়ে ঠোঁটের উপর আলতো করে ঘষুন। বেশি জোরে নয়। তার পর জল দিয়ে ধুয়ে লিপ বাম লাগিয়ে নিন। চিনি ও মধুর স্ক্রাবও ব্যবহার করতে পারেন। ৪) এক টেবিল চামচ মধু, এক টেবিল চামচ চিনি ও এক টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের মিশ্রণ তৈরি করে রাখুন। রাতে শোয়ার আগে এই মিশ্রণ অল্প করে নিয়ে ঠোঁটে ঘষতে হবে। ১০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। ধূমপানের কারণে ঠোঁটে যে কালচে দাগছোপ পড়ে যায়, এই স্ক্রাব ব্যবহারে তা উঠে যাবে।

৫) বাজারচলতি লিপ বামে অনেক রাসায়নিক থাকে। বাড়িতেই বানিয়ে নিন ভেষজ লিপ বাম। একটি পাত্রের মধ্যে নারকেল তেল ও পেট্রোলিয়াম জেলি একসঙ্গে নিয়ে গরম করতে হবে। গরম হয়ে গেলে, দু'টি উপাদানই মিশে গিয়ে একই রকম ঘনত্বের হয়ে যাবে। এ বার এই মিশ্রণকে ঠান্ডা হতে দিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে ছোট কাচের শিশিতে ভরে রাখুন। এটি প্রতি দিন ঠোঁটে লাগালে ঠোঁট নরম থাকবে।

অফিসে দীর্ঘ সময় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে থাকলেও ঠোঁট ফাটতে থাকে। তখন ঘরে তৈরি এই বাম অল্প করে ঠোঁটে লাগিয়ে নিতে পারেন। এতে ঠোঁটের আর্দ ভাব বজায় থাকবে।

৬) অর্ধেক কাপ বিট নিয়ে তার রস বার করে নিন। এই রসে এক চা চামচ ঘি মেশান। এই মিশ্রণটি এ বার ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিন। মিশ্রণটা জমে গেলে ফ্রিজ থেকে বার করে ঠোঁটে লাগান। ঠোঁটের কালো দাগ দূর করতে এটি খুবই উপকারী।

কী ভাবে সাজিয়ে রাখলে চটকরে খুঁজে পাবেন নেলপালিশ

কারও শখ থাকে নেলপালিশের, কারও আবার লিপস্টিকের। কেউ পোশাকের রঙের সঙ্গে মিশিয়ে নেলপালিশ পরেন, কেউ আবার রঙের বৈপরীত্য পছন্দ করেন। পছন্দ যা-ই হোক, বিভিন্ন রঙের অগুন্তি নেলপালিশ গুছিয়ে রাখতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় প্রায় সকলকেই। বাড়ি বাড়ি গিয়ে যাঁরা ম্যানিকিওর বা পেডিকিওর করেন, তাঁদেরও অনেক সময় একসঙ্গে প্রচুর রঙের নেলপালিশ নিয়ে যেতে হয়। শুধু একরাশ নেলপালিশ কিনলেই হল না, জরুরি হল প্রয়োজনের সময় সঠিক রংটি হাতের কাছে পাওয়া। কী ভাবে নেলপালিশ সাজিয়ে রাখলে, জায়গাও বাঁচবে, আবার হাতের কাছে প্রয়োজনের জিনিসটি মিলবে?

ড্রয়ার- নেলপালিশ রাখার জন্য ড্রেসিং টেবিলের সংলগ্ন ড্রয়ার ব্যবহার করতে পারেন। তবে, সেই ড্রয়ারটিকে বিশেষ ভাবে তৈরি করতে হবে। একটি নেলপালিশের শিশি রাখার জন্য যতটা জায়গা প্রয়োজন তার চেয়ে সামান্য বেশি জায়গার বেশ কিছু খোপ তাতে থাকবে। ড্রয়ারের ভিতরটি দেখতে হবে দাবার ছকের মতো। প্রতিটি ছকে যেন একটি নেলপালিশের শিশি খুব ভাল ভাবে ধরে যায়।

খোঁজার সুবিধা- এ ভাবে নেলপালিশ রাখলে খুব কম জায়গায় অনেকগুলি শিশি গুছিয়ে রাখা গেলেও রং উপর থেকে দেখতে পাওয়া যাবে না। সমস্যার সমাধানে প্রতিটি শিশির মাথায় সেই রংয়ের একটু প্রলেপ লাগিয়ে রাখতে পারেন। তাতে উপর থেকেই রং চিনে নেওয়া যাবে।

বিশেষ বাক্স- রূপটান শিল্পী বা পেশাগত ভাবে যাঁদের একসঙ্গে অনেক নেলপালিশ বহন করতে হয়, তাঁদের জন্য নেলপালিশ রাখার বিশেষ বাক্স কিনে নেওয়া ভাল। বাড়িতেও এই বাক্সে নেলপালিশ গুছিয়ে কোনও ড্রয়ার বা আলমারির কোনও একটি অংশে রাখা যায়। স্বচ্ছ এই বাক্সে বেশ কিছু খোপ থাকে। যেখানে প্রতিটি নেলপালিশের শিশি শুইয়ে রাখা যায়।

দেওয়ালে সুদৃশ্য তাক- ড্রেসিং টেবিলের পাশের দেওয়ালে খানিকটা জায়গা থাকলে ছোট তাক বানিয়ে নিতে পারেন। এই তাকের ক্ষেত্রেও কিছুটা কারিকুরি করা যায়। যেমন একাধিক তাকের সাহায্যে ভি আকৃতি তৈরি করা যায়। উপরের তাকটি দৈর্ঘ্যে লম্বা হবে, পরের তাকগুলি ক্রমশ দৈর্ঘ্যে কমবে। কাঠের বড় ভি আকার দিয়ে তার মধ্যেও কাচের তাক সাজিয়ে দেওয়া যায়। এটি ডিম্বাকারে বা গোলাকার আকৃতিতেও বানিয়ে নেওয়া যায়। এতে নেলপালিশের সম্ভার বাইরে থেকে দেখতে ভালও লাগে, আবার প্রতিটি তাকে সুন্দর করে নেলপালিশ সাজিয়ে ফেলা যায়।

বড় কাচের পাত্র- বেশ বড় আকারের স্বচ্ছ কাচের পাত্র ড্রেসিং টেবিলে সাজিয়ে তার মধ্যেও নেলপালিশ রাখতে পারেন। এতে নেলপালিশের শিশি সাজিয়ে রাখা যাবে না ঠিকই, কিন্তু বাইরে থেকে রং বোঝা যাবে। ফলে, খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না।

পোশাক দু'টি কি আদৌ আলাদা?

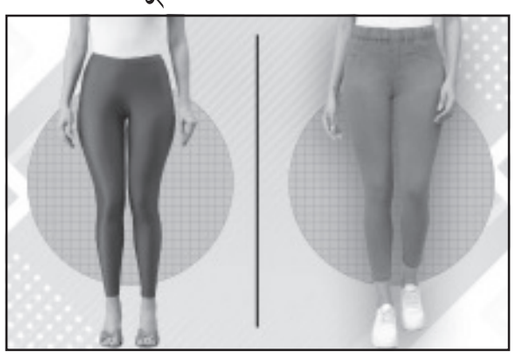

কুর্তির সঙ্গে লেগিংস পরবেন না জেগিংস, তা নিয়ে জোর তর্ক বেঁধেছিল তানিয়া এবং অঙ্গনার মধ্যে। প্রথম জনের বক্তব্য যা খুশি একটা পরলেই হয়। লেগিংস আর জেগিংস তো ব্যাপারটা একই। সে কুর্তির সঙ্গে পরা হোক বা টি-শার্টের সঙ্গে। আর এই কথা শুনেই বেঁকে বসেছে অঙ্গনা। তিনি কিছুতেই বোঝাতে পারছেন না যে, দেখতে এক রকম লাগলেও দু'টি জিনিস একেবারেই এক নয়।

লেগিংস কী?

লেগিংস এক ধরনের ট্রাউজার্স। তবে জিন্স বা পালাজোর মতো নয়। দেখতে অনেকটা চোস্তা পাজামার মতো। পায়ের ত্বকের সঙ্গে আঁটসাঁট একটি পোশাক। টানলে বেড়েও যায়। অর্থাৎ, "স্ট্রেচেবল"। স্বচ্ছ নয়, তাই কম ঝুলের কুর্তি পরলেও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। সুতি, নাইলন, স্প্যানডেক্স বিভিন্ন কাপড়ের লেগিংস পাওয়া যায়। লেগিংস কিন্তু বিভিন্ন প্রকারেরও হয়। নিত্য দিন অফিসে যাতায়াত করতে সুবিধে হয় বলে কেউ কুর্তি বা সালোয়ারের সঙ্গে রং মিলিয়ে লেগিংস পরেন। অনেকে আবার শরীরচর্চা করার সময়ে "অ্যাক্টিভওয়্যার"-এর বদলে টি-শার্টের সঙ্গে লেগিংস পরেন। ইদানীং আবার হবু মায়েদের জন্য আলাদা "মেটারনিটি" লেগিংসও পাওয়া যায়। লেগিংসের ধরন, কাপড়ের মান এবং ডিজাইনের উপর দাম নির্ভর করে। নামীদামি সংস্থার লেগিংস মোটামুটি ৫০০ থেকে ২০০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যায়।

জেগিংস কী? জিন্স নয় কিন্তু জিনসের মতো দেখতে ট্রাউজার্সের নাম হল জেগিংস। জিন্স আর লেগিংসের সমন্বয়ে তৈরি হয় জেগিংস। দেখতে লেগিংসের মতো। আবার, ত্বকের সঙ্গে আঁটসাঁট (স্কিনি) জিন্স বললেও ভুল হয় না। তবে জেগিংস তৈরি হয় পাতলা ডেনিম কাপড় দিয়ে। ঢিলেঢালা ট্রাউজার্স পরতে অভ্যস্ত অনেকেরই মোটা জিন্স পরতে অস্বস্তি হয়। তার পর ঘামে বা বৃষ্টিতে ভিজলে শুকোতেও অনেক সময় লাগে। তাই কুর্তির সঙ্গে পরার জন্য জেগিংস বেছে নেন অনেকে। পায়ের গড়ন সুন্দর না হলে ছোট ঝুলের পোশাক পরতে চান না অনেকে। কারণ, লেগিংস একটু পাতলা ধরনের হয়। তুলনায় জেগিংস একটু মোটা। তাই যাঁদের উরু, নিতম্ব কিংবা পায়ের মেদ নিয়ে অস্বস্তি রয়েছে, তাঁরা জেগিংস বেছে নিতেই পারেন। জিন্স পরে পা ভাঁজ করতে অসুবিধা হয় কারও কারও। জেগিংসে সেই রকম সমস্যা নেই। কুর্তি হোক বা টি-শার্ট, সব কিছুর সঙ্গেই জেগিংস পরা যায়।

পোশাক সঙ্গে মানানসই হাতব্যাগ আছে তো?

অনলাইনে অর্ডার দিয়ে পোশাক কেনার হিড়িক পড়েছে। পুজোর আগে এখন অনলাইন শপিং সাইটগুলির চাহিদা তুঙ্গে। তা ছাড়া শপিং মলগুলিতেও ভিড় লেগে আছে। পোশাকের সঙ্গে মানানসই গয়না, মেকআপ সবই কেনা চলছে। তবে সাজ যদি সম্পূর্ণ করতে হয়, তা হলে পোশাকের সঙ্গে মানানসই হাতব্যাগও কিন্তু জরুরি। বটুয়া ব্যাগ, চুড়ি বা ব্যাঙ্গেল ব্যাগ, ফ্যান্সি ক্লাচ সবই পাওয়া যাচ্ছে বাজারে।

উৎসবের সময় বলে শুধু নয়, অফিসে হোক, পার্টি বা যে কোনও অনুষ্ঠানবাড়িতে সর্বত্র যে জিনিসটি নিয়ে আপনাকে যেতে হবেই তা হল ব্যাগ। তাই এমন কিছু হাতব্যাগ নিজের সংগ্রহে রাখতে পারেন, যা যে কোনও জায়গাতেই চলনসই হবে।পার্টি বা

বিয়েবাড়ি, সান্ধ্য পার্টি হোক বা প্রেমিকের সঙ্গে ডেট জমকালো পোশাকের সঙ্গে একটি ক্লাচ সঙ্গে না রাখলেই নয়। স্ট্র্যাপ লাগানো ক্লাচও পাওয়া যায়। সোনালি, রূপোলি আর কালো, এই তিন রঙের ক্লাচ থাকলেই যে কোনও পোশাকের সঙ্গে মানিয়ে যাবে। তবে ক্লাচে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ধরছে কি না দেখে নেবেন। ক্লাচে টুকিটাকি জিনিস রাখারই জায়গা থাকে। তবে টাকাপয়সা, জরুরি কার্ড, মোবাইল ও যৎসামান্য মেকআপ রাখার মতো জায়গা যেন হয়ে যায়।

এখন চামড়ার ব্যাগের থেকেও একরঙা পলিইউরিথিন বা পিইউ ব্যাগের চাহিদা বেশি। বিশেষ করে মধ্যবয়সিদের বেশি পছন্দ এমন ব্যাগ। যদি শাড়ি বেশি পছন্দ হয়, তা হলে তার সঙ্গে বটুয়া দারুণ মানানসই হবে। রাজস্থানি বা গুজরাতি কাজ করা, পুঁতি, বিডস বসানো বিভিন্ন ধরনের বটুয়া পাওয়া যায়। সোনালি সুতোর কাজ করা জমকালো বটুয়া কমবয়সিদেরও পছন্দের তালিকায় রয়েছে।

অসংখ্য পকেট দেওয়া স্যাচেল ব্যাগ রাখতে পারেন নিজের সংগ্রহে। প্রয়োজনীয় বেশির ভাগ জিনিসই ধরে যাবে তাতে। চামড়ার মতো রঙের অথবা হালকা রঙের স্যাচেল পেবে যাবেন বাজারে। তবে বেশি হালকা রং না কেনাই ভাল। যদি রোজের ব্যবহারের জন্য কিনতে হয়, তা হলে গাঢ় রং কেনাই ভাল।

টুকটাক ঘুরতে যাওয়ার জন্য ক্রসবডি ব্যাগ বেশ ভাল। এমব্রয়ডারি করা ক্রসবডি ব্যাগের চাহিদা এখন বেশি। সুতির কাপড়ের উপর রকমারি আঁকিবুকির টোট ব্যাগও পছন্দ করছেন কমবয়সিরা। আজরাখ, ইক্কত, প্রিন্টেড সিল্ক, বাগরু প্রিন্টের কাপড়ের টোট ব্যাগও এখন ফ্যাশনে "ইন"।

ইক্কত ব্যাগও এখন বেশ ট্রেন্ডিং। যে কোনও পোশাকের সঙ্গেই দিব্যি মানিয়ে যায় এই ব্যাগ। এই ব্যাগ ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সুবিধে হল এই ব্যাগ ধুয়ে নেওয়া যায়। বিডস দিয়ে তৈরি ব্যাগ দেখতেও খুবই সুন্দর। তবে এই ধরনের ব্যাগে খুব ভারী জিনিস নেওয়া যায় না। টুকটাক হাল্কা প্রয়োজনীয় জিনিস এতে রাখা যেতে পারে। যদি পার্টির জন্য আলাদা কিছু রাখতে চান, তা হলে একটি সিকুয়েন্স ব্যাগ রাখুন নিজের সংগ্রহে। জমকালো একটি ব্যাগ হাতে থাকলে ভিড়ের মধ্যে আপনিই হবেন নজরকাড়া।

পর্দার কারসাজিতেই অন্দরসজ্জায় আসবে নতুনত্বের ছোঁয়া

যাঁরা ঘর সাজাতে ভালবাসেন, তাঁরা সারা বছর ধরেই বাড়িতে টুকটাক বদল এনে থাকেন। তবে পুজোর মরসুমে বাড়িতে অতিথিদের আনাগোনা অনেক বেড়ে যায়। সহজে ঘরের চেহারা বদলে ফেলতে চাইলে আস্থা রাখতেই পারেন পছন্দসই রংবেরঙের পর্দার উপর। পুজোর আগে পর্দার সঙ্গে কারসাজি করে কী ভাবে অতিথিদের চোখে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন, রইল কিছু টোটকা।

১) প্রথমেই দেখে নিতে হবে আপনার ঘরের দেওয়ালের রং বা আসবাবপত্র কী রকম। নেটমাধ্যমে আপনার যে পর্দাটি পছন্দ হল সেটি আপনার ঘরের সঙ্গে মানানসই না-ও হতে পারে। অনেকেই এমন রঙের পর্দা বেছে নেন, যাতে দেওয়ালের রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে। তবে আসবাবের সঙ্গেও সেই পর্দা যাচ্ছে কি না, যাচাই করে নিন।

২) পর্দার রং হতে পারে হালকা প্যাস্টেল শেডে। ঘরের পরিবেশে আসবে শীতলতার ছোঁয়া। আবার ধরুন ঘরের দেওয়াল খুব হালকা রঙের। সে ক্ষেত্রে উজ্জ্বল রঙের কন্ট্রাস্ট পর্দাও ব্যবহার করতে পারেন। এতে ঘরও খুব উজ্জ্বল আর সুন্দর দেখাবে। প্রিন্টেড নাকি একরঙা পর্দা কোনটা মানাবে আপনার ঘরে, কেনার আগেই ভেবে নিতে পারেন।

ছবি: শাটারস্টক।

৩) প্রিন্টেড নাকি একরঙা পর্দা কোনটা মানাবে আপনার ঘরে, কেনার আগেই ভেবে নিতে পারেন। বসার ঘরের সোফাসেট বা শোয়ার ঘরের বিছানা এবং অন্যান্য আসবাব যদি একরঙা হয়, তবে প্রিন্টেড বা কারুকাজ করা পর্দা বাছতেই পারেন। আর ঘরের আসবাবপত্রে যদি থাকে ভারী কাজ বা জমকালো নকশা, তা হলে বেছে নিন হালকা রঙের একরঙা পর্দা। ৪) পর্দার কাপড় বাছাই করা সবচেয়ে জরুরি। বসার ঘরকে বড় দেখাতেও আলো-বাতাস খেলার সুযোগ করে দিতে পাতলা নেট জাতীয় স্বচ্ছ কাপড়ের পর্দা ব্যবহার করতে পারেন। এতে ঘরে রোদও আসে আর বসার ঘর উজ্জ্বল ও খোলামেলা দেখায়। ৫) শোয়ার ঘরের জন্য বেছে নিতে পারেন একটু ভারী বা মোটা কাপড়ের পর্দা। এতে খুব বেশি রোদও ঘরে আসে না, আর শোয়ার ঘরের গোপনীয়তা বজায় রাখতেও অসুবিধা হয় না। সুতির কাপড় বা স্যাটিন কাপড়ের কাজ করা পর্দা এ ক্ষেত্রে বেশ উপযোগী।

নারকেলের বিভিন্ন ব্যবহার ও স্বাদ

পুজো-পার্বণ হোক বা নিরামিষ পদ, একটু নারকেল কোরা দিলেই বা নারকেলের দুধ ব্যবহার করলে স্বাদ বদলে যায়। নাড়ু হোক বা মালপোয়া কিংবা তালের বড়া নারকেল না হলে চলে না। কিন্তু নারকেল ফাটিয়ে তার শক্ত খোলা থেকে নরম সাদা শাঁস বার করা যে বেশ ঝক্কির। তবে কয়েকটি সহজ কৌশল প্রয়োগ করে দেখতে পারেন, এতে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

১. ফুটন্ত গরম জলে নারকেল অন্তত ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। তার পর তুলে একটু ঠান্ডা হলে ফাটিয়ে প্রথমে জল বার করে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য জলটা আর খাওয়া যাবে না। তবে

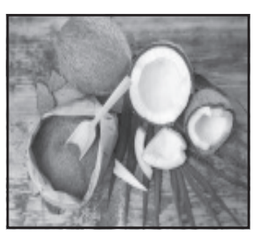

আধভাঙা নারকেল মালায় ছুরির কোনা দিয়ে একটু চাপ দিলেই সহজে সাদা শাঁস বেরিয়ে আসবে।

২. মাইক্রোওয়েভ অভেনে ৩০ সেকেন্ড নারকেল গরম করে একটু অপেক্ষা করতে হবে। আবার ৩০ সেকেন্ড গরম করতে হবে। আবার অভেন বন্ধ করে অপেক্ষা করতে হবে ১ মিনিট। এ ভাবে তিন-চার বার নারকেল গরম করার পর শাঁস বার করা সহজ হবে। তবে টানা ৩০ সেকেন্ডের বেশি কিন্তু নারকেল মাইক্রোওয়েভ অভেনে গরম করতে যাবেন না। নারকেল ফেটে বিপত্তি হতে পারে।

৩. গরমের পাশাপাশি ঠান্ডাতেও কাজ হয়। নারকেল ঘণ্টাখানেক ফ্রিজে রেখে দেওয়ার পর ফাটিয়ে শাঁস ছাড়ানোর চেষ্টা করলে তুলনায় সহজ হয়। শক্ত আবরণ থেকে একটু চাপ দিলেই শাঁস বেরিয়ে আসতে পারে।

৪. নারকেলের প্রান্তে চোখের মতো কালচে গোল গোল অংশ থাকে। সেখানে একটি বড় ও শক্ত স্ক্রু ড্রাইভার লাগিয়ে জোরে চাপ দিলে শক্ত খোল ও শাঁস আলাদা হয়ে যাবে।

মঙ্গলবার রেড ক্রস সোসাইটির উদ্যোগে মেয়র দীপক মজুমদারের হাত ধরে বন্যা দুর্গতদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। নিজস্ব ছবি।

রাষ্ট্রপতি পুতিনের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লী, ২৭ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে টেলিফোনে কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী ২২ তম ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে গত মাসে রাশিয়ায় তাঁর সফল সফরের কথা স্মরণ করেন। দুই নেতা দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন এবং ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন। উভয় নেতা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়েও কথা বলেন।

উভয় নেতা রাশিয়া-ইউক্রেন বিবাদজনিত পরিস্থিতি নিয়েও মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ইউক্রেন সফরের নির্যাস নিয়ে মত ব্যক্ত করেন এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত থেকে বেরিয়ে আসতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও কূটনীতিক পথ অবলম্বনের পাশাপাশি, চলতি বিবাদের এক গ্রাহ্য ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে আন্তরিক ও বাস্তবোচিত পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উভয় নেতা একে অপরের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে সম্মতি প্রকাশ করেন।

প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন ভাদোদরার নানা প্রান্ত, ফুঁসছে বিশ্বামিত্রী নদী

ভাদোদরা, ২৭ আগস্ট (হি.স.): গুজরাটে বিগত বেশ কিছু দিন ধরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। একনাগাড়ে বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে গুজরাটের ভাদোদরার নানা প্রান্ত। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে জনবসতিপূর্ণ এলাকা। একেবারে বন্যার মতো পরিস্থিতি। প্রবল বৃষ্টিতে বিশ্বামিত্রী নদী ফুঁসছে, নদীর জল উপচে পড়ায় ভাদোদরার জনবসতিপূর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।অবিরাম ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে আজওয়া জলাধার এবং প্রতাপপুরা জলাধার থেকে জল বিশ্বামিত্রী নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি। গুজরাটের গান্ধীনগরেও প্রবল বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত। তবে, মঙ্গলবার জল ধীরে ধীরে নেমেছে। এই পরিস্থিতিতে গুজরাটে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। আইএমডি জানিয়েছে, গুজরাটেরবিভিন্ন বিভিন্ন জেলায় আপাতত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত চলবে।

গুজরাট ও মধ্য মহারাষ্ট্রে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, আন্দামানেও দুর্য্যোগের শঙ্কা

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট (হি.স.): গুজরাট ও মধ্য মহারাষ্ট্রে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করলো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। বৃষ্টি দুর্য্যোগের আশঙ্কা রয়েছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং তটীয় কর্ণাটক ও গুজরাটে। ২৮ আগস্ট, বুধবার দেশের এই অংশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।ইতিমধ্যেই ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছাড়াও সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছে ২৯ আগস্ট ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী দিন ৩০ আগস্টও সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছে প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

মেঘলা আকাশ সঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি, পারদ নামল তিলোত্তমায়

কলকাতা, ২৭ আগস্ট (হি.স.): শহর ও শহরতলিতে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বৃষ্টিও হয়েছে শহর ও শহরতলিতে। বৃষ্টির সৌজন্যে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই পারদ নিম্নমুখী। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি কম।বিগত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে, সেই বৃষ্টি থামেনি মঙ্গলবার সকালেও। ক্যানিং থেকে কাকদ্বীপ, বসিরহাট থেকে বনগাঁ সর্বত্রই বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি হয়েছে মহানগরী কলকাতাতেও।

প্যারিস প্যারালিম্পিকে ভারত এবার তিনটি নতুন ইভেন্টে অংশ নেবে

কলকাতা, ২৭ আগস্ট (হি.স.): প্যারালিম্পিকে ভারত প্যারা সাইক্লিং, প্যারা রোয়িং এবং ব্লাইন্ড জুডোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। প্রতিযোগিতায় ভারত যে ১২টি ইভেন্টে অংশ নেবে তার মধ্যে থাকছে এই নতুন তিনটি ইভেন্ট।

অন্ধ্রপ্রদেশের আরশাদ শেখ প্যারা সাইক্লিংয়ে প্যারালিম্পিকে অভিষেক করবেন। আরশাদ এশিয়ান ট্র্যাক সাইক্লিং চ্যাম্পিয়নশিপে সি-২ ১৫ কিমি স্ক্র্যাচ ফাইনালে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন।

প্যারা রোয়িংয়ে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন অন্ধ্রপ্রদেশের কোঙ্গান্নাপাল্লে নারায়ণ। জম্মু ও কাশ্মীরে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণের কারণে একজন প্রাক্তন ভারতীয় সৈনিক নারায়ণ হাঁটুর নীচে তার বাম পা হারিয়েছেন।তিনি চীনের হ্যাংজুতে ২০২২ সালের এশিয়ান প্যারা গেমসে অনিতার সাথে পিআর-৩ মিশ্র দ্বৈত স্কালস-এ রৌপ্য পদক জিতেছিলেন।

কোকিলা কৌশিকলেট, হরিয়ানার একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্যারা-অ্যাথলিট জুডোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। কোকিলা চীনের গুয়াংজুতে ২০২২ সালের এশিয়ান প্যারা গেমসে জুডো মহিলাদের ৪৮-কেজি জে-২ ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জিতে তার কোটা নিশ্চিত করেছিল।তিনি ২০১৯ সালে কমনওয়েলথ জুডো চ্যাম্পিয়নশিপে রৌপ্য পদকও জিতেছিলেন।

অলিম্পিক কমিটির সভাপতি দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া বলেছেন, 'আমাদের প্যারালিম্পিক রোস্টারে তিনটি নতুন খেলার সংযোজন আমাদের প্যারালিম্পিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিভাকে তুলে ধরবে'।

ভারী বৃষ্টিতে অবরুদ্ধ পোখারি-কর্ণপ্রয়াগ সড়ক, পুরোলায় জলের নীচে সেতু

দেহরাদুন, ২৭ আগস্ট (হি.স.): ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দেবভূমি উত্তরাখণ্ড। বৃষ্টিতে উত্তরাখণ্ডের নানা প্রান্তে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় প্রবল বৃষ্টির কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে পোখারি-কর্ণপ্রয়াগ সড়ক। ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য প্রায় এক সপ্তাহ ধরে জন্য পোখারি-কর্ণপ্রয়াগ রাস্তা বন্ধ হয়ে রয়েছে, পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসছে পাথর, এর ফলে বেশ কয়েকটি গ্রাম তহসিল এবং ব্লক সদর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে।এদিকে, উত্তরাখণ্ডের পুরোলা অঞ্চলে ভারী বৃষ্টির কারণে জলের নীচে চলে গেল একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু। এই সেতুর মাধ্যমেই চারটি গ্রামের বাসিন্দারা চলাচল করেন। উত্তরকাশীর পুরোলা অঞ্চলে, ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে কমল নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, সম্প্রতি নির্মিত একটি অস্থায়ী সেতু ডুবে গিয়েছে।

তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গালের গুদামে ভয়াবহ আগুন, ১০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি

ওয়ারাঙ্গাল, ২৭ আগস্ট (হি.স.): তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গালে ভয়াবহ আগুন লাগলো একটি গুদামে। মঙ্গলবার ভোর ৪.২৯ মিনিট নাগাদ ওই গুদামে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত না হলেও, বিপুল পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গালের বুদিধি গাড্ডা জংশনে একটি গুদামে আগুন লাগে। আগুনে দু'টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে: একটি আসবাবপত্রের দোকান এবং একটি গুদাম। দমকল আধিকারিকদের অনুমান, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে।জেলা দমকল অফিসার (ওয়ারাঙ্গল) শ্রীধর বলেছেন, 'মঙ্গলবার ভোর ৪.২৯-এ আমরা আগুন লাগার খবর পাই। দমকলের ৪টি ইঞ্জিনের প্রায় ৩ ঘটনার চেষ্টায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে। আমরা মনে করছি, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে। আনুমানিক ১০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।'

২৯ আগস্ট ইতালির গোলরক্ষক বুফনকে উয়েফার প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে

রোম, ২৭ আগস্ট (হি.স.): ইতালি ও বিশ্ব ফুটবলের কিংবদন্তি গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি বুফন। ২০২৩ সালে সকল প্রকার ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন।

ইতালির সর্বোচ্চ লিগ শিরোপা জিতেছেন তিনি। এর পাশাপাশি জাতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছেন এবং ইতালির হয়ে সর্বোচ্চ ম্যাচও খেলেছেন বুফন। জুভেন্টাসের হয়ে দুই দফায় ২০ বছর খেলেছেন এই কিংবদন্তি ফুটবলার। সেই কিংবদন্তি বুফনকে উয়েফার প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ডের পুরস্কার দেওয়া হবে আগামী ২৯ আগস্ট। গত বছর এই পুরস্কার জিতেছিলেন জার্মানির কিংবদন্তি স্ট্রাইকার মিরোস্লাভ ক্লোজা। বুফনকে এই সম্মাননা দেওয়া প্রসঙ্গে উয়েফার সভাপতি অ্যালেক্সান্ডার সেফেরিন বলেছেন, "বুফনকে আমি ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই দেখছি। সে অসাধারণ এক গোলরক্ষক। পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে ভালো ধারাবাহিক পারফরমেন্স করে যাওয়া তার মতো গোলরক্ষক খুব কমই আছে।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিদি নন, ইদি আমিনের মতো আচরণ করছেন : শেহজাদ পুনাওয়ালা

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। মঙ্গলবার মমতাকে ভৎর্সনা করে শেহজাদ বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিদি নন, ইদি আমিনের মতো আচরণ করছেন।শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ধর্ষকদের রক্ষা করেছে, প্রমাণ নষ্ট করেছে এবং সত্যের কণ্ঠস্বরকে দমন করেছে, যে জন্য সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট তিরস্কার করেছে। এখন যখন সুবিচারের দাবিতে ছাত্র, চিকিৎসক এবং সাধারণ নাগরিকরা "নবান্ন চলো অভিযান" চালাচ্ছে, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাস্তা অবরোধ করছে।'

রাজ্য সরকার ও পুলিশকে বার্তা রাজ্যপালের, বললেন শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদীদের দমন নয়

কলকাতা, ২৭ আগস্ট (হি.স.): নবান্ন অভিযানের আগে রাজ্য সরকার এবং পুলিশকে বিশেষ বার্তা দিলেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। রাজ্যপাল বোস স্পষ্টতই বলেছেন, 'মনে রাখবেন, গণতন্ত্রে নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকতে পারে, সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে নীরব করে দেওয়া নয়।" সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের কথাও উল্লেখ করেছেন রাজ্যপাল।মঙ্গলবার সকালে রাজভবন থেকে ৪০ সেকেন্ডের ভিডিও-বার্তায় রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সমাজের ঘোষিত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে ও প্রতিবাদ দমনের জন্য সরকারের কিছু নির্দেশের প্রেক্ষিতে, আমি সরকারের প্রতি সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ মনে রাখার জন্য অনুরোধ করব।' রাজ্যপাল বলেছেন, "আমি বলতে চাই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদীদের দমন করতে পশ্চিমবঙ্গে যেন সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করা না হয়।'

জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু, রীতি মেনে হল কাদা খেলা

জলপাইগুড়ি, ২৭ আগস্ট (হি.স.): জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। মঙ্গলবার কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে গেল প্রতিমা তৈরির কাজও। রীতি মেনে এদিন কাদা খেলা হয়েছে। এই কাদা দিয়েই তৈরি হবে কনক দুর্গার মূর্তি। রথের উপর তৈরি হবে মূর্তিটি। ৮০ বছর পর বদলানো হল সেই রথের চাকা।

মঙ্গলবার সিপিএমের উদ্যোগে চন্দন দাসের স্মরণসভা আয়োজিত হয়। নিজস্ব ছবি।

মমতাকে একনায়ক বললেন গৌরব ভাটিয়া, তৃণমূল নেত্রীর পলিগ্রাফ পরীক্ষার দাবি

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর কাণ্ডে ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা গৌরব ভাটিয়া। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ''একনায়ক'' বলে আক্রমণ করলেন গৌরব ভাটিয়া। পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কলকাতার নগরপাল বিনীত কুমার গোয়েলের পলিগ্রাফ পরীক্ষার দাবি জানিয়েছেন তিনি।মঙ্গলবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গৌরব ভাটিয়া বলেছেন, 'দেশে যদি কোনও একনায়ক থাকে, তবে সেই একনায়ক হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়... সত্য বেরিয়ে আসা উচিত, তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর উচিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পুলিশ কমিশনারের পলিগ্রাফ পরীক্ষা করা। সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, যতদিন এই লোকজন নিজেদের থাকবে এবং শিক্ষার্থীদের পিষে ফেলবে, সংবিধানকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছে, এটা বরদাস্ত করা হবে না, এই ইস্যুটি জোরালোভাবে উত্থাপন করা হবে।'

জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে বিহারের আরারিয়ার বিভিন্ন মন্দিরে রাতভর ভক্তদের ভিড়

আরারিয়া, ২৭ আগস্ট (হি.স.): সোমবার মধ্যরাতে আরারিয়ার বিভিন্ন মন্দিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি পালিত হয়। মন্দিরে উপস্থিত ভক্তদের "হরে কৃষ্ণ"র ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে মন্দিরের আশপাশের এলাকা।

জানা গেছে, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মন্দিরগুলোকে বিশেষভাবে সাজানো হয়েছিল বেলুন ও রঙিন পতাকা দিয়ে। এদিন রাত থেকেই ভক্তরা মন্দিরে ভিড় জমাতে শুরু করেন। সোমবার সারারাতব্যাপী মন্দিরগুলোতে ছিল ভক্তদের আনাগোনা। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে মাখন মিছরির প্রসাদ বিতরণ করা হয় ভক্তদের। পুজোর পাশাপাশি ছিল বিশেষ ভজন কীর্তনেরও আয়োজন।

মধ্যরাত থেকে নিখোঁজ ৪ ছাত্র নেতা, চাঞ্চল্যকর দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৭ আগস্ট (হি.স.): মঙ্গলবার সকালে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু নিজের এক্স হ্যান্ডেলে দাবি করেছেন, চার জন ছাত্রনেতা 'নিখোঁজ', মধ্যরাত থেকে। সমাজমাধ্যমে ওই চার ছাত্রনেতার নাম উল্লেখ করে বিরোধী দলনেতা লিখেছেন, তাঁরা হাওড়া স্টেশনে আসছিলেন এবং মধ্যরাতের পর আচমকা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, "তাঁদের কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, ফোনেও উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা সন্দেহ করছি, পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার বা আটক করে থাকতে পারে।"

Memo No. 4(19)/EE-1/C-111/2024-25/
Dated August, 2024
M E M O R A N D U M

Name of work :- 1) Maintenance of Agartala Town Road during the year 2024-25/ Road portion from Badarghat to ONGC Bank Chowmuhani/ SH: Bituminous Concrete and Road Furniture Works (Length = 1.40 km).
2) Maintenance of Agartala Town Road during the year 2024-25/ Road portion from Drop Gate to Badarghat/ SH: Bituminous Concrete and Road Furniture Works (Length = 1.10 km).
"Due to unavoidable circumstances the tender invited vide PNIT No:- 17/EE-1/2024-25 and circulated under this office memo No-F. 160/PTN/EE-1/2024-25/1089-1156, Dated 09/08/2024 for the above mentioned works is hereby cancelled".

ICA/C/1256/24

For & on behalf of the Governor of Tripura
Executive Engineer, (PWD)
Agartala Division No-I Agartala

নিখোঁজ সংবাদ

Ref- Bishramganj PS G.D Entry No-15, Dated-18-08-2024

উপরিউক্ত ছবিটি শ্রীমতি রিসা দেববর্মা,বয়স-২৬বছর, স্বামী-মনোজ দেববর্মা, সাং-বিশ্রামগঞ্জ, থানা-বিশ্রামগঞ্জ, সিপাহীজলা ত্রিপুরা, উচ্চতা ৫ফুট, ৩ইঞ্চি, চোখ ও চুল-কালো, মুখমণ্ডল-গোল এবং পড়নে কুর্তী ও সালোয়ার কামিজ।উক্ত মহিলাটি গত ১৫-০৮-২০২৪ ইং তারিখ হইতে নিখোঁজ। উপরিউক্ত নিখোঁজ মহিলাটি সম্বন্ধে কেহ কোনো খবর পাইলে বা সন্ধান পাইলে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী থানা বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় বা দূরভাষ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা-
দূরভাষ নম্বর :-
৬০০৯৪২০৬০৮ (এস.পি, ডি.আই.বি সিপাহীজলা)
৭০০৫১৯৫১৮৯ (ও.সি.বিশ্রামগঞ্জ থানা)

ICA/D/692/24

ইতি
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা বিশ্রামগঞ্জ

EDUCATIONAL NOTIFICATION

An offline counselling for eligible candidates aspiring for 'Lateral Entry in B.Pharm 2nd Year course' at Regional Institute of Pharmaceutical science and Technology (RIPSAT), Agartala, Tripura for the academic session 2024-25 will be conducted on 30/08/2024, time 02:00 PM at Directorate of Medical Education, Government of Tripura, Bidurkarta Chowmani, who have applied accordingly to Educational Notification Vide No. 11(2)-DME/RIPSAT/B-PHARM/Lateral- 2024, Dated-02/08/2024.
Aspirant eligible candidates are invited to be present with their following original documents/certificate etc. before the counselling committee in the said offline counselling.
List of the Documents :-
1. The name of the candidates
2. Fathers Name/ Husbands name
3. Present address/Permanent Address
4. Category
5. Madhyamik Admit Card as a proof of Date of Birth of the candidate.
6. Qualification certificate
7. D. Pharm Mark sheets
8. D. Pharm Certificate.
9. Valid Pharmacist Registration Certificate in Original.
10. Permanent Resident Certificate of Tripura.

ICA/D/686/24

[Prof. (Dr.) H.P. Sarma]
In Charge, Director of Medical Education.
Government of Tripura

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যাচ্ছে যে Manual Scavenger Act, ২০১৩ এর নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী মোহনপুর পুর পরিষদের কাঁচা শৌচালয় এবং হস্ত দ্বারা শৌচালয় পরিষ্কারকারীগণের উপর একটি জরিপের কাজ চলছে। হস্ত দ্বারা শৌচালয় পরিষ্কারকারীর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি অথবা অন্য যে কোনও ব্যক্তি কাঁচা শৌচালয় এবং হস্ত দ্বারা শৌচালয় পরিষ্কারকারী ব্যক্তিগণের সম্পর্কে তথ্য জানা থাকলে মোহনপুর পুর পরিষদ কার্যালয়ে যেকোনও কাজের দিনে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত তথ্য জানতে পারবেন। তথ্য জানানোর শেষ তারিখ ৩০-০৮-২০২৪ ইং।

ICA/D-684/24

ধীরাপদ দেবনাথ
উপ মুখ্য কার্যনিবাহী আধিকারিক
মোহনপুর পুর পরিষদ মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা

No.F.626/TSR-7/QM/24/ 7576 Dated, the 22nd Aug'2024.
NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites sealed quotations from enlisted bonafide contractors/agencies of Tripura PWD,TTAADC,MES of appropriate class in PWD Form No.7 in Non-Judicial stamp paper costing Rs.50/- for Renovation of the under mentioned work at KTDS, PTA, Narsingarh, Agartala, West Tripura as mentioned during the Financial Year 2024-25.
2. The quotations must abide by the terms and conditions as laid down here in

Sl/ No	Name of Work	Estimated cost	Earnest money	Time of completion
01.	Renovation of room No.7 (Narkel Kunja) and Room No.8 (Neermahal) of the Officers mess of KTDS, PTA, Narsingarh by providing tiles, water supply and sanitary fittings of bathroom, PVC ceiling, doors, windows including painting etc.	Rs.3,27,382/-	@02.5%	01 (one) month

3. Details of Tender, Terms and conditions, estimate, type of works etc. can be collected from the Office of the Commandant 7th Bn TSR (IR-VI) HQr, Sankumabari, Jampuijala, Sepahijala Tripura on payment of Rs.1,000/- only on or before 30.08.2024 on any working day. The closing date & time to drop tender is 03.09.2024 at 1700 hrs. Tenders will be opened on same day i.e. 03.09.2024, if possible
4. Details of tender may also be seen in the Police website (www.tripura.police.nic.in/ www.tripura.nic.in)

ICA/C/ 1265/24

Commandant
7th Bn TSR (IR-VI)

বিনামূল্যে বই বিতরণ সহ একাধিক দাবিতে ডেপুটেশন এনএসইউআই-র

আগরতলা, ২৭ আগস্ট: বন্যায় কবলিত ছাত্রদের বিনামূল্যে বই বিতরণ এবং আর্থিক সাহায্য সহ একাধিক দাবিতে শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটেশন প্রদান করেছে এনএসইউআই।

সংগঠনের এক কর্মী জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় টানা বৃষ্টিপাতে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। বন্যার জলে বহু ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া, আজ থেকে স্কুল কলেজে পঠন পাঠন শুরু হয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে শিক্ষা দপ্তরে আজ ডেপুটেশন প্রদান করেন এন এস ইউ আই। তাদের দাবিগুলো হল, শিক্ষা দপ্তর অবিলম্বে নতুন অধ্যায়ন সামগ্রী যেমন বই, গাইড বই এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

দুর্গা বাড়িতে কাঠামখিলির মাধ্যমে শারদোৎসবের প্রস্তুতি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: চিরাচরিত প্রথা ও রীতিনীতি মেনে ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথিতে আগরতলার দুর্গা বাড়িতে কাঠামখিলির মধ্য দিয়ে দশভুজা দেবীর প্রতিমা তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে।

প্রতি বছর শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথিতে দুর্গা বাড়িতে ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর পরিবেশে দুর্গা প্রতিমার কাঁঠাম খিলি দেওয়া হয়ে থাকে। এ বছরও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

জন্মাষ্টমীতেই দুর্গা প্রতিমার কাঠামখিলের মধ্য দিয়ে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। কাঠামখিলি উপলক্ষে এদিন দুর্গা বাড়িতে বিশেষ পূজার্চনার আয়োজন করা হয়।

বিশালগড় রাউৎখলা যুব সংস্থার দুর্গা পুজার খুঁটি পূজা অনুষ্ঠিত আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ আগস্ট: বিশালগড় রাউৎখলা যুব সংস্থার দুর্গা পূজার খুঁটি পূজা অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার। তাদের পূজার এবারের থিম মিশরের পিরামিড। এ বছর দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে বিশালগড় মহকুমার সমস্ত ক্লাবগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম দুর্গা পূজার খুঁটি পূজা করল বিশালগড় রাউৎখলা যুব সংস্থা ক্লাব।

মঙ্গলবার সকালে বিশালগড় রাউৎখলা যুব সংস্থা ক্লাবের দুর্গা পূজার সম্পাদক, সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ মৃন্ময় সাহা, অনিমেষ সাহা, দেবজিৎ সাহা এবং ক্লাব সম্পাদক সৈকত সাহা সহ ক্লাবের সমস্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এবারের দুর্গা পূজার থিম হবে মিশরের পিরামিড। মূর্তি থাকবে প্যান্ডেল লাইটিং সমস্ত কিছু থাকবে কলকাতার। কলকাতার শিল্পীরা তৈরি করবে মিশরের পিরামিড। পঞ্চমী দিন পুজো প্যান্ডেলের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহা। সপ্তমী দিন পূজা প্রাঙ্গনে হবে রক্তদান শিবির। অষ্টমী এবং নবমী দিন হবে অন্ন ভোগ। থাকবে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিশালগড় মহকুমার সমস্ত নাগরিক বৃন্দসহ আপামর রাজ্যবাসীকে পুজো প্যান্ডেল মূর্তি লাইটিং দেখতে এবং প্রসাদ গ্রহণ করতে ও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে রাউৎখলা যুব সংস্থা ক্লাব কতৃপক্ষ। এবারের রাউৎখলা যুব সংস্থার মিশরের পিরামিড থিম গোটা রাজ্যবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে আশা বিরক্ত করেছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। থাকবে ক্লাবের তরফ থেকে এলাকার যুবকদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক কমিটি।

শফিকুর রহমান

● আটের পাতার পর

জামায়াতকে দায়ী করলেন। পরবর্তীতে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আমাদেরকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের জন্য দায়ী করে সরকার ১ আগস্ট অন্যায়ভাবে নির্বাহী আদেশবলে জামায়াতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, যা দল হিসেবে আমাদের উপর সবচাইতে বড় জুলুম। আমরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বাড়িঘর, সহায় সম্পদ, ধর্মীয় উপাসনালয় পাহাড়া দিয়েছি যাতে কেউ ভাঙচুর করতে না পারে। আমরা বিশ্বাস করি সকল মানুষ সমান। এখানে সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘুর কোন প্রশ্ন নেই। নাগরিক হিসেবে সকলেই সমান অধিকার পাবেন এটাই স্বাভাবিক। আমরা চাই দেশে দ্রুত শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসুক। দেশের সংবিধান, প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংস্কার হওয়া দরকার। দল বা ধর্মের ভিত্তিতে কোন বিভাজন করা যাবে না। আমরা প্রতিশোধের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। আমরা দল হিসেবে সকলের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমরা অসত্য বা বানোয়াট অভিযোগ দিয়ে কাউকে হয়রানি করা পছন্দ করি না। জামায়াত কখনো কোন হয়রানিমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না, এখনো নেই। এক প্রশ্নের জবাবে আমীরে জামায়াত বলেন, বিচার বিভাগকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। একজন প্রধান বিচারপতিকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। দেশে নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন সিষ্টেম বলতে কিছু নেই। পুলিশ বাহিনী জনগণের বন্ধু না হয়ে শত্রুতে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনের জন্য যৌক্তিক সময় দিতে হবে। দেশকে সংস্কার করতে হবে। এই মুহূর্তে জামায়াতের প্রধান কাজ হলো ছাত্র-জনতার বিপ্লবে নিহত, আহত ও তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো। গত সোমবার ২৬ আগস্ট ঢাকার যমুনা ফিউচার পার্কে ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রের (আইভিএসি) ভেতরে যে বিক্ষোভ হয়েছে তা ''সাংঘর্ষিক'' বলে নিন্দা জানান জামায়াত আমির। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমার মনে হয় না সুস্থ মনের কোনো মানুষ এটা করতে পারে। যারা এই কাজ করেছেন, তাদের ক্ষমা করা যায় না। বিক্ষোভকারীদের 'ভারতীয় দালালরা... সাবধান'' এবং ''আমরা ভিসা চাই'' স্লোগানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শফিকুর বলেন, তাদের দাবি পরস্পরবিরোধী। তারা কীভাবে কিছু ভারতীয় দালাল বলে সম্বোধন করে একই সঙ্গে ভারতীয় ভিসা চায়? তিনি বলেন, আমরা কাউকে কোনো দেশের দালাল হিসেবে ট্যাগ দিতে পছন্দ করি না। আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক।সীমান্তবর্তী ত্রিপুরা রাজ্যের ডুম্বুর বাঁধ দিয়ে ভারতের পানি ছেড়ে দেওয়ায় বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে ফেনী ও কুমিল্লায় চলমান ভয়াবহ বন্যার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটাই একমাত্র কারণ নয়। তিনি কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার জন্য তিনটি বিষয়কে দায়ী করেছেন- অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, হঠাৎ করে বাঁধের পানি ছেড়ে দেওয়া এবং ভারতের পক্ষ থেকে আগাম সতর্কতার অভাব। বোঝাই যাচ্ছে, পানি ছাড়ার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু ভারত নিম্ন অববাহিকার বাংলাদেশকে আগেই সতর্ক করতে পারত। বলেন, প্রতিবেশীদের একে অপরকে সাহায্য করতে হবে। শফিকুর রহমান বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে তার দলের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে তার দলের নেতাকর্মীরা কীভাবে ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরসহ হিন্দু মন্দিরগুলো পাহারা দিয়েছে তার বর্ণনা দেন তিনি।

মিলেট

● আটের পাতার পর

গমের উপরেই নির্ভরতা কমিয়ে আনবে তা নয়, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়লে মিলেটের বাজার বৃদ্ধিপাবেঊ যা আখেরে কৃষকদেরই মুনাফা দেবেঊ কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ ড: দেবাশিস সেন বলেন, এই অঞ্চলের জলবায়ুতে মিলেট শস্য উতাদনের ব্যাপক সুযোগ রয়েছেঊ যে কারণে একসময় এখানে এই ধরনের ফসলের চাষ হতঊ তিনি কৃষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, পুনরায় এই শস্যের চাষ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কৃষি কলেজ সমস্ত রকম সহায়তা করবেঊ তিনি নাবার্ডের সঙ্গে মিলেটস নিয়ে গৃহীত প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে বলেন, উতাদনের উপর ভিত্তি করে প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটগুলির প্রয়োজনীয়তাকে যুক্তিসঙ্গত করার প্রয়োজন রয়েছেঊনাবার্ডের মহাব্যবস্থাপক অনিল এস. কোটমিরে কৃষক ও সংশ্লিষ্টদের উদ্দেশে বাজরা উতাদনের গুরুত্ব সম্পর্কেব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি কৃষক ও উদ্যোক্তাদের নিজেদেরকে বাজরা ব্যবহারের গুরুত্ব বোঝার এবং এর মাধ্যমে উতাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অসম, অরুণাচল প্রদেশ এবং ত্রিপুরার মিলেট চাষি এবং উদ্যোক্তা সহ প্রায় দুই শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। কৃষি কলেজের পক্ষ থেকে মিলেট চাষের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও অন্য সরঞ্জাম প্রদর্শিত হয়ঊ

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

বন্‌ধের ডাক বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

ফের কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে পুলিশ। ইটবৃষ্টিতে এক পুলিশকর্মীর মাথা ফেটে যায়। তবে জাতীয় পতাকা হাতে অনড় আন্দোলনকারীরা। বিভিন্ন জায়গায় জাতীয় পতাকা হাতে রাস্তায় বসে পড়েন আন্দোলনকারীরা। আবার কোথাও কোথাও ব্যারিকেডের উপর জাতীয় পতাকা হাতেও দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে দেখা গিয়েছে তাঁদের।

বাবুঘাটের কাছে পুলিশ লেখা বাইকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় সেই পুলিশকর্মীর। যদিও প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি বাইকআরোহী একজন আরপিএফ কর্মী, তাঁকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ, হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে সেই ব্যক্তিকে। ঘটনার সময় রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বাবুঘাট চত্বর। ময়দানে মোহনবাগান ক্লাবের কাছে এসেও বাইকে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের বড় বাহিনী আসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। ফোর্ট উইলিয়ামের কাছেও পুলিশের একাধিক গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকে এলাকা।

বড়সড় গন্ডগোলের ছক ছিল। সেই পরিস্থিতি এড়াতেই গতকাল থেকে অন্তত ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের অনেকের কাছ থেকেই বোমা-গুলি উদ্ধার হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের ডাকে নবান্ন অভিযান নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে সাফ জানালেন এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার। তাঁর দাবি, আন্দোলনের আড়ালে ছিল চক্রান্ত। দুষ্কৃতীরা ওই আন্দোলনে সামিল হয়ে লাশের রাজনীতির ছক কষেছিল। এডিজি আইনশৃঙ্খলা মনোজ বর্মা দাবি করেছেন, এদিনের গোলমালে ৯৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য পুলিশ। কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ১২৬ জনকে। তাঁদের মধ্যে ২৩ জন মহিলা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নেমে অন্তত ১১ পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন।

এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম আরও জানান, গতকাল থেকে আজ সকাল পর্যন্ত ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও অনেককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। গতকাল রাতে হাওড়া স্টেশন গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৪ জনকে। তারা খুনের পরিকল্পনা করেছিল। অস্ত্র, বোমা, গুলি নিয়ে অশান্তি পাকানোর ছক ছিল। তাঁর আরও দাবি, ধৃতদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। যথাসময়ে সেই প্রমাণ দেওয়া হবে।

ছাত্রসমাজের পাশে দাঁড়াতে বুধবার রাজ্যব্যাপী ১২ ঘণ্টা বন্‌ধের ডাক দিল বিজেপি। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বাংলা বন্‌ধের কথা ঘোষণা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। জানালেন, বুধবার সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত চলবে 'সাধারণ ধর্মঘট'। তাঁর দাবি, ''প্রচুর আহত, গ্রেফতারি হয়েছে, পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে'', তাঁদের কথা ভেবে বাংলা বনধের ডাক।

বুধবার রাজ্যে বনধ হবে না, জানিয়ে দিয়েছেন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বার রাজ্যের অর্থ দফতর থেকেও এল নির্দেশিকা। না এলে কারণ দর্শাতে হবে। সরকারি কর্মীদের কেউ যদি বুধবার অনুপস্থিত থাকেন তাহলে তাঁকে শোকজ করা হবে। মঙ্গলবার যাঁরা ছুটিতে আছেন, বুধবার তাঁদের কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে এক বিবৃতি জারি করা হয়েছে রাজ্যের অর্থ দফতর থেকে। আলাপনবাবু জানালেন, সরকার এই বনধ মানবে না। সারা রাজ্যে জনজীবন স্বাভাবিক থাকবে বলেই ঘোষণা তাঁর।

কর্মীদের মহাকরণ অভিযান

● প্রথম পাতার পর

অগ্রসর হতেই সেখানে তাদের আটকে দেওয়া হয়েছে। এরই প্রতিবাদে তারা সার্কিট হাউস সংলগ্ন এলাকায় ধর্নায় বসলেন। পরবর্তী সময়ে তাদের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যের অর্থ সচিবের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। এক অবসরপ্রাপ্ত জুটমিল কর্মী জানিয়েছেন, ১৬৪৭ জন জুটমিল কর্মীদের ২৫০ কোটি টাকা বকেয়া টাকা এখনো দেয় নি রাজ্য সরকার। মূলত এরই প্রতিবাদে মহাকরণে অভিযানে নামেন জুটমিল শ্রমিক-কর্মচারী ও পেনশনার্স।

তাদের দাবি গুলো হল, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ১৬৪৭ জন প্রাপক সকলের বকেয়া বেতন-ভাতা, গ্রেচ্যুইটি, লিভ সেলারী সহ শতকরা ছয় শতাংশ সুদ সমেত প্রাপ্য একত্রে মিটিয়ে দেওয়া হোক, ইতিমধ্যে জুটমিল কর্তৃপক্ষ মামলাকারী দুটি সংগঠনের মোট ৪১৮ জনের নামের তালিকা শ্রম দপ্তর থেকে এনে, একাধারে না দিয়ে, তার মধ্য থেকে নিজেদের ইচ্ছেমত বাছাই করা ১৯১ জনকে পর্যায়ক্রমে আংশিক প্রাপ্য পাইয়ে দিয়েছেন। পেমেন্টের ক্ষেত্রে কোনভাবেই ইউনিয়ন ভিত্তিক বা গোষ্ঠিভিত্তিক বিভেদ-বিভাজন করা না হোক।

জনৈক এক কর্মচারী জানিয়েছেন, আদালতের নির্দেশ অমান্যের কারন বশতঃ বাধ্য হয়ে ত্রিপুরার উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের হয়েছে। সেখানে আদালতের বিচারপতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথাকথিত বকেয়া প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্নাঙ্গ হলফনামা পেশ করার আদেশ দেন। সেইমত গত অগাষ্ট সম্পূর্ন মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে একটি হলপনামা আদালতে পেশ করেছেন। পূর্ণাঙ্গ রূপের হলফনামা পেশ করা হয়নি।

হেনস্থার শিকার বাবা

● প্রথম পাতার পর

করেনি। উপরন্ত নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বলে অভিযোগ। পুলিশের এ ধরনের আচরণে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে নাবালিকার পরিবার। তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছে দাবী জানিয়েছেন যে তাদের মতো পুলিশ অফিসারকে আমতলী থানা থেকে শীঘ্রই যেন অন্যত্র সরানো হয়। পাশাপাশি অপহরণ হওয়া নাবালিকা মেয়েকে খুঁজে বের করার আবেদন জানিয়েছে নাবালিকার পরিবার।

সময়সীমা বৃদ্ধি

● প্রথম পাতার পর

বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, জরুরী সরকারি কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারি, তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও এই আদেশ প্রযোজ্য হবেনা। এই আদেশ অমান্য করলে বিএনএস, ২০২৩ এর ২২৩নং ধারায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চোরের উপদ্রব বেড়েই চলেছে। চোরের দল মানুষের বাড়ি ঘর থেকে শুরু করে দোকানপাট এমনকি, মন্দির মসজিদ পর্যন্ত ছাড় দিচ্ছে না। ঠিক একই ভাবে চুরি কান্ড সংঘটিত হলো এক আশ্রমে। ঘটনা সোমবার সন্ধ্যা রাতে কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত পান্ডবপুর এলাকায় শ্রীমৎ স্বামী হংসরাজ সোহংমনি যোগান্দ মঠে।অন্যান্য দিনের মতো আশ্রমের স্বামী সত্য শিবানন্দ মহারাজ এবং আশ্রম মাতা সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আশ্রমের সন্ধ্যা আরতি শুরু করেন। চোরের দল সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আশ্রম মহারাজের শয়ন কক্ষের পেছনের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে আলমিরার লকার ভেঙ্গে নয় ভড়ি স্বর্ণ সহ ২ লক্ষ টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়। মহারাজ এবং আশ্রম মাতা সন্ধ্যা আরতি শেষ করে ঘরে প্রবেশ করতেই চুরির ঘটনাটি নজরে আসে।তখন আশ্রমের মহারাজ এবং আশ্রম মাতা চিৎকার শুরু করলে আশেপাশের বাড়ি ঘরের লোকজন ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় আমতলী থানায়। খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে এসে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। আশ্রমের মহারাজ জানিয়েছেন ২০১১ সালে আশ্রমটি স্থাপিত হয়েছিল।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

দেওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই খাবার এবং বস্ত্র সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী ত্রাণ শিবিরে পাঠিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। ফলে আপ্লুত বন্যায় দুর্গতরা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গতকাল অমরপুরে বন্যাপীড়িত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। সেখানে বহু অসহায় মানুষ তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন। তাদের কথা দিয়েছিলেন যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। মঙ্গলবার সেই দুর্গত মানুষের কাছে কাপড়, খাবার, পানীয় জল পৌঁছে দিয়েছেন। এলাকার বিধায়ক আজ অসহায় মানুষের হাতে সেই সাহায্য তুলে দিলেন। বিপ্লবের এই উদ্যোগে বন্যায় দুর্গতরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারের দায়িত্বে ত্রিপুরার অরিন্দম

আগরতলা, ত্রিপুরা, ২৭শে জুলাই : এবছরের শেষের দিকেই জম্মু-কাশ্মীর,হরিয়ানা, ঝাড়খন্ড ও মহারাষ্ট্রে হতে চলেছে বিধানসভা নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখেই ইতোমধ্যে বিজেপি তার প্রচার কর্মসূচি এগিয়ে রাখছে। রাজ্যে বিজেপির ধারাবাহিক সাফল্য পর্যালোচনা করে বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের অন্যান্য প্রদেশে দায়িত্ব দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্ব।

এর মধ্যে অন্যতম নাম উঠে এসেছে বিজেপি প্রদেশ সোশ্যাল মিডিয়া কনভেনর অরিন্দম দেবের নাম। ইতোমধ্যেই হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিতে ১১ টি

প্রদেশের দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করার পরপরই এবার ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনে সামাজিক মাধ্যমে প্রচারের গুরুদায়িত্ব পেয়েছেন শ্রী দেব। সোশ্যাল মিডিয়া প্রভারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তিনি।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা ও প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃত্বের সাথে ক্রমাগত কাজ করেছেন তিনি এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের কাছে কাজের নীরিখে নেকনজরে রয়েছেন এই যুবনেতা। দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে তিনি শীঘ্রই ঝাড়খণ্ড রওয়ানা হচ্ছেন।

রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন স্বাস্থ্য সচিব

আগরতলা, ২৭ আগস্ট : রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে। তিনি আজ মহাকরণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাম্প্রতিক ভারী বর্ষণের ফলে রাজ্য সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে বন্যা পীড়িত এলাকায় স্বাস্থ্য শিবিরের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

যে সমস্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন তিনি।

এক নজরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে গৃহীত পদক্ষেপগুলি :-

১। চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা এখন পর্যন্ত ১,১০৭ বার ত্রাণ শিবিরগুলিতে পরিদর্শন করেছেন।

২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এখন ১৬৫০ টি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। তাতে ৪২,১৫৫ জন স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়েছেন।

৩। বন্যা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে ২৩,১৬৫ টি পরিবারের ৩৫,৪৭৭(পুরুষ- ১৬, ৭৭৫, মহিলা — ১৩,৩৪৮ এবং শিশু- ৫,৩৫৪) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে।

৪। বন্যা কবলিত এলাকাগুলিতে আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরগুলিতে পাতলা পায়খানা, শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ, ত্বকে সংক্রমণ, জ্বর, সামান্য আঘাত জনিত সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫।পরিশ্রুত পানীয় জল পান করার জন্য উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।

৬। সমস্ত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে বন্যাজনিত পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য বিধির যে সমস্ত বিষয়গুলির দিকে নজর দিতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে. সেগুলো হল, পানীয় জল, স্বাস্থ্যবিধান এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, পতঙ্গ বাহিত রোগ , জল ও খাদ্য বাহিত রোগ , প্রাণীদের দ্বারা ছড়িয়ে পড়া রোগ , সাপের কামড় , বন্যা কবলিত এলাকায় টিকাকরণ , মৃতদেহের সঠিকভাবে সৎকার।

৭। বন্যা কবলিত এলাকাতে স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে মোট ৭৩৯ ব্যাগ ব্লিচিং পাউডার বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ করা হয়েছে।

৮। বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত পরিস্থিতিতে ডায়ারিয়া, জ্বর ,ত্বকের সংক্রমণ, শ্বাস-যন্ত্রের সংক্রমণ , সাপের কামড়ের চিকিৎসা ইত্যাদির পর্যাপ্ত পরিমাণের ওষুধ মজুত রাখা হয়েছে।

৯ ।জল জমাকৃত অঞ্চলে নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসব করানোর জন্য চিকিৎসক, নার্সিং অফিসার, কমিউনিটি হেলথ অফিসার এবং এনএমগণ সংশ্লিষ্ট বাড়িতে পরিদর্শন করছেন।

১০। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের ফ্যাকাল্টিদের নিয়ে স্টেট রেপিড রেসপন্স টিম গঠিত করা হয়েছে এবং জেলা স্তরেও একই ধরনের রেপিড রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। কমিউনিটি মেডিসিন,মেডিসিন, মাইক্রোবায়োলজিস্ট, ডার্মাটোলজি, স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগের বিশেষজ্ঞগণকে নিয়ে রেপিড রেসপন্স টিমে গঠিত হয়েছে।

১১। দপ্তরের অধিকর্তাগণ, মিশন অধিকর্তা, অতিরিক্ত অধিকর্তা, যুগ্ম অধিকর্তা, রাজ্য স্তরের প্রোগ্রাম অফিসার, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিকগণ এবং সিনিয়র অফিসাররা নিয়মিতভাবে রিলিফ ক্যাম্প এবং স্বাস্থ্য শিবিরগুলিতে পরিদর্শন করে বিভিন্ন কার্যক্রম মনিটরিং করছেন।এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে সহ মিশন ডাইরেক্টর , জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরা, রাজীব দত্ত ও ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তা শৌভিক দেববর্মা প্রমুখ।

সচিব

● প্রথম পাতার পর

ত্রাণ বন্টনের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি জানান, এই বন্যায় আজ পর্যন্ত ৩১ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ২ জন আহত হয়েছেন। এছাড়াও ১ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের সচিব শ্রী পাণ্ডে জানান, উচ্চতর পর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় মুখ্যমী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন।

বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, পিসিসিএফ, ত্রাণ, পুনর্বাসন ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তরের সচিব সহ সমস্ত দপ্তরের সচিবগণ এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের অধিকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে বৈঠকে মূলত আলোচনা হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে সমস্ত বন্যা দুর্গত এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি চালু করা, বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা পুন:স্থাপন করা, সমস্ত দপ্তরগুলির সুসংহত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পিআরটিসি, পর্ষদের পরীক্ষার প্রয়োজনীয় নথিপত্র, এসসি ও এসটি ওয়েলফেয়ার সার্টিফিকেটের মতো বিভিন্ন নথির ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট প্রদান, বন্যায় মৃত / আহতদের পরিবারবর্গকে অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ সম্বলিত এক্সগ্রেসিয়া প্রদান, ধংস হয়ে যাওয়া বাড়িগুলির বর্তমান অবস্থা পরীক্ষা করে অবিলম্বে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করা। এছাড়াও ত্রাণ, পুনর্বাসন ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তরের সচিব আজ সমস্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের সচিব শ্রী পাণ্ডে জানান, আজও সোনামুড়ায় গোমতী নদীর জল বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে। তিনি জানান, ৩,২৭৩টি পানীয়জল প্রকল্পের মধ্যে ৯৭৭টি প্রকল্প পুরোপুরিভাবে চালু করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রকল্পগুলি দ্রত মেরামত করা হচ্ছে। যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে নিরাপদ পানীয়জল সরবরাহ করার জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, এই সময়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসকরা ১,২০৭ বার বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে গিয়ে ৩৫,৯৯৩ জনের চিকিৎসা করেছেন। ১,৭৯৯টি স্বাস্থ্য শিবিরে ৪২,৮০০ জনের চিকিৎসা করা হয়েছে। এছাড়াও জলবাহিত সহ বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য দপ্তর ২ হাজার ব্যাগ ব্লিচিং পাউডার, ২ লক্ষ ওআরএস প্যাকেট, প্রচুর পরিমাণে হ্যালোজেন ট্যাবলেট, জিংক ট্যাবলেট এবং অন্য ওষুধ কিনবে। রাজস্ব দপ্তরের সচিব জানান, বিভিন্ন সংগঠনের ত্রাণ সামগ্রী ও খাদ্য সরবরাহ দুর্গতদের মধ্যে যাতে সঠিকভাবে বন্টন করা যায় সেই লক্ষ্যে পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগির নেতৃত্বে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

সময়ে যে যে বিষয়গুলির গুরুত্ব দিতে হবে তার মধ্যে মুখ্য হল- স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, পানীয়জল, কৃষি ও উদ্যান, বিদ্যুৎ ও সেচ সহ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ। বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে রাস্তাঘাট চালু করার গুরুত্ব মুখ্যমী আরোপ করেন।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্যের বিষয়ে কোনও আপোস নয়। পানীয়জলের পরিশোধনের জন্য প্রয়োজনে আসাম থেকে ব্লিচিং পাউডার, ক্লোরিন ট্যাবলেট এবং ওআরএস সহ প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র আনতে হবে। তিনি বলেন, ক্ষয়ক্ষতির পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া দীর্ঘকালীন। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সকলের সহযোগিতা আবশ্যক। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সরকারের কাজের মাধ্যমেই মানুষ এগিয়ে আসছে বলে মুখ্যমী বৈঠকে অভিমত ব্যক্ত করেন। বন্যা পরিস্থিতিজনিত পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বর্তমানে চালু থাকা ত্রাণ শিবিরগুলিতে গুরুত্ব দিয়ে পরিষেবা প্রদানের প্রতি আহ্বান জানান। বিশেষ করে, খাদ্য, পানীয়জল, পোশাক-আশাক প্রভৃতি বিষয়গুলির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া সফরকারী কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দলের কাছেও ক্ষয়ক্ষতির সচিত্র বিস্তত তথ্য তুলে ধরার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন জানান, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। জাতীয় সড়ক ও হাইওয়েগুলিতে প্রয়োজনীয় টহলদারী ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকায় যে যে স্থান থেকে চুরি ও রাহাজানির খবর আসছে সেইসব জায়গায় পুলিশি টহলদারী ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

আজকের এই পর্যালোচনা বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক তথ্য তুলে ধরেন। রাজস্ব দপ্তরের সচিব বিজেশ পাণ্ডে জানান, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ৪৯২টি ত্রাণ শিবির চালু রয়েছে। প্রায় ৭২ হাজার মানুষ শিবিরগুলিতে রয়েছেন। প্রয়োজনীয় সমস্ত ধরনের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি সর্বশেষ তথ্য সভায় তুলে ধরেন। এছাড়াও বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, কৃষি ও উদ্যান, পানীয়জল, সামাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি, গ্রামোন্নোয়ন, পূর্ত, শিক্ষা, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, খাদ্য, বন, নগর উন্নয়ন সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব ও আধিকারিকগণ নিজ নিজ দপ্তরের বন্যাজনিত পরিস্থিতির সর্বশেষ তথ্য ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তুলে ধরেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী।

খোয়াইয়ে উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

একই ধরনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ঘটনার বিবরণে শাসক দলের এক কর্মী জানিয়েছেন, আজ বক্সনগর আর ডি ব্লকের পঞ্চায়েতের মেম্বারদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ছিল। প্রাথমিকভাবে এালকার বাসিন্দা মীনতি সরকার দেবকে পঞ্চায়েতের প্রধান নিয়োগ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তাদের বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি নির্বাচনের পর অবশ্যই দায়িত্ব পাবেন।তিনি আরও বলেন, কিন্তু শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পরে মণি বর্মনের নাম এই পদের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল এবং পরে বিধায়কও তা অনুমোদন করেছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বিবাদ শুরু হয়েছিল। তাদের অভিযোগ, স্থানীয় বিধায়ক তাদের প্রতারণা করেছেন। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সময় মিনতি দেব সরকার সহ মহিলা সংগঠনের অন্য একজন নেত্রী আহত হন। তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। এদিকে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ।পুলিশ জানিয়েছে, আহত দুজনকে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা স্থানীয় বিধায়কের পদত্যাগের দাবিতে বক্সনগর এলাকায় প্রধান সড়কে পথ অবরোধ করেন।এদিকে পুলিশ অবরোধকারীদের সাথে কথাবার্তা বলেন। এবিষয়ে বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন জানিয়েছেন, দল যেই সিদ্ধান্ত নেবে তাকেই প্রধান ও উপপ্রধান নিয়োগ করা হবে। দলের সিদ্ধান্তের বাইরে কিছুই হবে না। কিন্তু দলের সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করেছেন স্থানীয় জনগণ। ওই ঘটনাকে ঘিরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। এদিকে,গ্রাম প্রধান পদে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ঘিরে খোয়াইতে বিবাদ। বাতিল হল শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান।ঘটনার বিবরণে জানা যায় পশ্চিম গনকিগ্রাম পঞ্চায়েত এবং পশ্চিম সোনাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাচন নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয় পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে স্থানীয়দের মধ্যে। একসময় উত্তেজনা ও ঝামেলার জেরে শেষ পর্যন্ত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বাতিল ঘোষণা করা হল খোয়াই পশ্চিম গনকি পঞ্চায়েতে।

কাজ চলছে

● আটের পাতার পর

পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন জানান, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। জাতীয় সড়ক ও হাইওয়েগুলিতে প্রয়োজনীয় টহলদারী ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকায় যে যে স্থান থেকে চুরি ও রাহাজানির খবর আসছে সেইসব জায়গায় পুলিশি টহলদারী ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।আজকের এই পর্যালোচনা বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক তথ্য তুলে ধরেন। রাজস্ব দপ্তরের সচিব বিজেশ পাণ্ডে জানান, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ৪৯২টি ত্রাণ শিবির চালু রয়েছে। প্রায় ৭২ হাজার মানুষ শিবিরগুলিতে রয়েছেন। প্রয়োজনীয় সমস্ত ধরনের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি সর্বশেষ তথ্য সভায় তুলে ধরেন। এছাড়াও বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, কৃষি ও উদ্যান, পানীয়জল, সামাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি, গ্রামোন্নোয়ন, পূর্ত, শিক্ষা, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, খাদ্য, বন, নগর উন্নয়ন সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব ও আধিকারিকগণ নিজ নিজ দপ্তরের বন্যাজনিত পরিস্থিতির সর্বশেষ তথ্য ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তুলে ধরেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমীর সচিব ড় পি কে চক্রবর্তী।

বিজেপি

● আটের পাতার পর

সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, ঊনকোটি জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ধলাই জেলার জেলা পরিষদের জেলার সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, খোয়াই জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় দত্ত, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী, সিপাহীজলা জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, গোমতি জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু দেবরায়, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত।

Affidavit

I, Papiya Talapatra Bhattacharjee w/o Joydeep Talapatra resident of Near Durga chouwmuhani Pragati Road., PO- Agartala, PS West Tripura Dist-West Tripura do hereby declare that I have change my name from Papiya Talapatra Bhattacharjee to Papiya Bhattacharjee and henceforth I shall be known as Papiya Bhattacharjee in all purpose vide affidavit No IN-TR29412107162132W sworn before the Notary public at Agartala on 20/8/2024. Papiya Bhattacharjee and Papiya Talapatra Bhattacharjee both are Same and one identical person.

ক্রীড়াঙ্গন

আগামীকাল থেকে ১ম ডিভিশন ঘরোয়া লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। ২৯ আগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ঘরোয়া প্রথম ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবলের আসর। ওইদিন সন্ধ্যা ছয়টায় ফ্লাড লাইটে প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচে গত দুবারের চ্যাম্পিয়ন এগিয়ে চলো সংঘ খেলবে নাইন বুলেটস এর বিরুদ্ধে। এদিকে টি এফ এ-র তত্ত্বাবধানে আজ, মঙ্গলবার থেকে খেলোয়াড়দের রেজিস্ট্রেশন পর্ব শুরু হয়েছে।

লীগে এবছর দশটি ক্লাব দল অংশ নিচ্ছে। খেলা হবে লিগ কাম সুপার লিগ পদ্ধতিতে। এ-ডিভিশন থেকে এবার একটি টিমের অবনমন ঘটবে।

পয়েন্ট তালিকায় সর্বশেষ তথা অবনমিত দল আগামী বছর বি ডিভিশনে খেলতে হবে। লীগের ক্রীড়া সূচি পুরোপুরি তৈরি হয়েছে। আগামীকাল বিকেল চারটায় ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের অফিস কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়েই তা ঘোষণা করা হবে।

একই সঙ্গে এবারের প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের স্পন্সরের নাম এবং বিস্তারিত জানানো হবে। প্রাথমিকভাবে যা স্থির হয়েছে, প্রথম দিন একটি খেলা হলেও পরবর্তী দিনগুলো থেকে দিনে দুটো করে ম্যাচ আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দিনের প্রথম খেলা বিকেল তিনটায় এবং দ্বিতীয় খেলা সন্ধ্যা ছয়টায়। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এ ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত রয়েছে।

এবার এ ডিভিশন লিগ ফুটবলে যে ১০ টি ক্লাব দল অংশ নিচ্ছে সেগুলো হলো এগিয়ে চলো সংঘ, ফরোয়ার্ড ক্লাব, লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার, জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন, টাউন ক্লাব, রামকৃষ্ণ ক্লাব, ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, ত্রিবেণী সংঘ, ব্লাড মাউথ ক্লাব, নাইন বুলেটস।

ক্রীড়া সংগঠক অমিয় দাসের নেতৃত্বে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সমাজের জন্য কিছু করার তাগিদে ক্রীড়া সংগঠক অমিয় দাসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আজ, মঙ্গলবার ধনঞ্জয় দাস চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, মঠ চৌমুহনী, এবং স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবা মিশন স্কুল, পটুনগর স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবা কলেজ, ভুবন বন এর যৌথ উদ্যোগে ক্রীড়া সংগঠক অমিয় দাসের নেতৃত্বে বন্যা দুর্গত শিবিরে অবস্থানকারী প্রায় দেড় শতাধিক দুর্গত পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। বন্যার পরবর্তী দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে সোনামুরা মহকুমার মেলাঘর ব্লকের অন্তর্গত রুদ্রসাগর পার্শ্ববর্তী দূর্গত ত্রাণ শিবির চন্দনমুরা হাই স্কুলের দুর্গতদের মধ্যে এই ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। শিবিরে অবস্থানকারী দেড় শতাধিক পরিবার পরিজনদের জন্য পানীয় জল, শুকনো খাবার, দুধ এবং ঔষধ, সাবান ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। এই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে ধনঞ্জয় দাস চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং স্কুল ও কলেজের পক্ষে মেঘনাথ সাহা এবং অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট সকলকে ক্রীড়া সংগঠক অমিয় দাস ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার ডুরান্ড সেমিফাইনাল মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু এফসি

কলকাতা, ২৭ আগস্ট (হি.স.): মঙ্গলবার ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনাল ম্যাচ। মোহনবাগান খেলবে সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গে।

কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগান পঞ্জাবকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে। আর বেঙ্গালুরু ইএফসি কেরালা ব্লাস্টারকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে। এদিনের ম্যাচ হবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ৫.৩০ মিনিটে।

কলকাতা দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান আগেই বিদায় নিয়েছে। ডুরান্ড কাপে বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি এখন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট।

তবে মোহনবাগান বনাম বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচের কেন্দ্র নিয়ে শুরু হয়েছিল জল্পনা। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মঙ্গলবার ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল সল্টলেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামে।

কলকাতার বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সেই ম্যাচ সরিয়ে নেওয়ার কথা হচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত দর্শকদের অনুরোধে ডুরান্ড কমিটি কলকাতাতেই ম্যাচটি আয়োজনের ব্যবস্থা করেছে।

ডুরান্ড কাপ ২০২৪-এর বহুল প্রত্যাশিত প্রথম সেমিফাইনালের লড়াইটি ২৬ আগস্ট একটি রোমাঞ্চকর "নর্থইস্ট ডার্বি"-তে শিলং লাজং এফসি-এর বিরুদ্ধে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি মুখোমুখি হয়েছিল। সেই রোমাঞ্চকর ডার্বি ম্যাচে নর্থইস্ট ইউনাইটেড ৩-০ গোলে লাজং এফ থেকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছেছে। ৩১ আগস্ট তারা ফাইনালে খেলবে মঙ্গলবারের সেমিফাইনালে মোহনবাগান ও ব্যাঙ্গালোর এফসির ম্যাচে যে দল জয়ী হবে তার সঙ্গে।

টিএসজেসি-র সদস্য সুশান্ত দাসের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সদস্য সুশান্ত দাস গত ৯ আগস্ট প্রয়াত হয়েছেন।

তাঁর স্মৃতিতে আজ, মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটায় আগরতলা প্রেসক্লাবে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের তরফে এই স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, সম্পাদক অনির্বাণ দেব, কোষাধ্যক্ষ উৎপল ভট্টাচার্য, কার্যকরী সদস্য বিপ্লব চন্দ, বর্ষীয়ান সদস্য মণিময় রায় সহ অন্যান্য সদস্যরা। একে একে প্রত্যেকেই নিজেদের শোক জ্ঞাপন করলেন প্রয়াত সুশান্ত দাসের প্রতি। বেশ কিছু স্মৃতি সকলেই তুলে ধরলেন এই স্মরণ সভায় প্রত্যেকেই। শুরুতে সুশান্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। টি এস জে সির তরফে প্রয়াত সুশান্ত দাসের পরিবার পরিজনদের প্রতিও সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

মহিলা বিশ্বকাপের পরিবর্তিত সূচি প্রকাশ আইসিসির

দুবাই, ২৭ আগস্ট (হি.স.): রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশে মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হচ্ছে না। বিশ্বকাপ সরিয়ে করা হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। আইসিসি নতুন ভেন্যুতে পরিবর্তিত সূচি এবং গ্রুপ ঘোষণা করেছে। বিশ্বকাপের আয়োজক সত্ত্ব থাকছে বাংলাদেশের হাতেই।

গ্রুপ পর্ব থাকছে আগের সূচি অনুযায়ী। ৩ অক্টোবর বিকেল ৪টায় শারজায় উদ্বোধনী ম্যাচে স্কটল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

দুবাই ও শারজা এই দুই ভেন্যুতে হবে মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। দুটি সেমিফাইনাল হবে ১৭ অক্টোবর দুবাই ও ১৮ অক্টোবর শারজায়। ২০ অক্টোবর রাত ৮টায় দুবাইয়ে হবে ফাইনাল। আর প্রস্তুতি ম্যাচ হবে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবরের মধ্যে। ১০টি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ১০ দল।

গ্রুপ 'এ' তে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা রয়েছে। গ্রুপ 'বি' তে বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং স্কটল্যান্ড।

সিরি আ: টানা দুই ম্যাচ জয়ে শীর্ষে জুভেন্টাস

তুরিন, ২৭ আগস্ট (হি.স.): মোতাকে নতুন কোচ করে ইতালিয়ান সিরিআ-তে দুর্দান্ত মরসুম শুরু করেছে জুভেন্টাস। গত মে মাসে ইতালিয়ান কাপের ফাইনালে হেরে যাওয়ার পর কোচ মাসিমিলিয়ানো এলিগ্রিকে সরিয়ে জুভেন্টাস নতুন কোচ মোতাকে নিয়োগ দিয়েছে। প্রথম দুই ম্যাচে দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট পেয়েছে তারা। এতে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠেছে ক্লাবটি।

সোমবার অ্যাওয়ে ম্যাচে ভেরোনাকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে জুভেন্টাস। প্রথম ম্যাচে কমোকেও ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল জুভেন্টাস। সিরিআ-তে প্রতিটি দল দুটি করে ম্যাচ খেললেও একমাত্র জুভেন্টাসই দুটি ম্যাচ জিতেছে। জুভেন্টাসের হয়ে গোলগুলি করেন ডুসান ভায়োভিচ, নিকোলো স্যাভোনার ও ভায়োভিচ।

স্ট্রেট সেটে জিতে ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন জোকোভিচ

নিউ ইয়র্ক, ২৭ আগস্ট (হি.স.): স্ট্রেট সেটে জিতে ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন জোকোভিচ। তিনি হারিয়ে দিলেন মল্ডোভার রাদু অ্যালবটকে। ম্যাচের ফল জোকোভিচের পক্ষে ৬-২, ৬-২, ৬-৪।

জোকোভিচ বলেছেন, "আমি যে ভাবে প্রতিযোগিতা শুরু করতে চেয়েছিলাম, সে ভাবেই করতে পেরেছি। কিছুটা ভুল ভ্রান্তি হয়েছে, তবে সেটা হতেই পারে। অলিম্পিক্সে ক্লে কোর্টে খেলেছিলাম সেখান থেকে হার্ড কোর্টে খেলছি। গত ছ'মাসে আমি হার্ড কোর্টে একটা ম্যাচও খেলিনি। এই কোর্টে খেলার অভ্যেসটা ফিরিয়ে আনতে হবে।"

নেতৃত্বে হরমনপ্রীত, ভারতের মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা

মুম্বই, ২৭ আগস্ট (হি.স.): ৩ অক্টোবর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে হবে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেই প্রতিযোগিতার জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করল ভারত। হরমনপ্রীত কউর নেতৃত্বে থাকবেন। বাংলা থেকে রিচা ছাড়া ১৫ জনের দলে কেউ নেই।১৫ জনের দলে রয়েছেন স্মৃতিমন্ধানা (সহ-অধিনায়ক), শেফালি বর্মা, দীপ্তি শর্মা, জেমাইমা রদ্রিগেজ, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), যষ্টিকা ভাটিয়া (উইকেটরক্ষক), পূজা বস্ত্রকার, অরুন্ধতী রেড্ডি, রেণুকা সিংহ, দয়ালান হেমালতা, আশা সোভানা, রাধা যাদব, শ্রেয়াঙ্কা পাতিল এবং সজনা সাজিবন। তবে যষ্টিকা এবং শ্রেয়াঙ্কা পুরোপুরি সুস্থ নন। তাই তাঁরা যদি সুস্থ না হয়ে উঠতে পারেন তা হলে তাঁদের পরিবর্তে রিজার্ভ দলে রাখা হয়েছে উমা ছেত্রী (উইকেটরক্ষক), তনুজা কানওয়ার এবং সাইমা ঠাকরকে।

মঙ্গলবার পাকিস্তানের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ ইউসুফের জন্মদিন

কলকাতা, ২৭ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তানের ইতিহাসে অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান মোঃ ইউসুফ।১৯৯৮ থেকে ১২ বছর ৯০টি টেস্ট ও ২৮৮টি ওয়ানডে খেলে করেছেন ৭৫৩০ ও ৯৮৭০ রান। দুই ফরম্যাটে সেঞ্চুরি করেছেন ৩৯টি ও হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে ৯৯টি। ২০০৬ সালে ১৭৮৮ রান করে এক পঞ্জিকা বর্ষে ক্যালেন্ডার কিংবদন্তি ভিভ রিচার্ডসের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙ্গে ছিলেন। ২৭ আগস্ট তাঁর ৫০তম জন্মদিন।

ইউটিউবে দেখা যাবে প্যারালিম্পিক

প্যারিস, ২৭ আগস্ট (হি.স.): বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে প্যারিস প্যারাঅলিম্পিক। সেই প্যারালিম্পিক দেখা যাবে সরাসরি ইউটিউবে।

আন্তর্জাতিক প্যারালিম্পিক কমিটি গেমস সম্প্রচারের জন্য ইউটিউবের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। ১৭৫টা দেশে প্যারালিম্পিকের খেলাগুলি দেখা যাবে ইউটিউবের মাধ্যমে। এর জন্য অর্থ খরচ করতে হবে না দর্শকদের।

ফ্রি ট্রান্সফারে স্পেনের ক্লাব রায়ো ভাইয়োকানোতে যোগ দিয়েছেন কলম্বিয়ার এই প্লেমেকার

বার্সিলোনা, ২৭ আগস্ট (হি.স.): কোপা আমেরিকায় দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে স্প্যানিশ ফুটবলে ফিরলেন কলম্বিয়ার প্লে মেকার হামেস রদ্রিগেস। ফ্রি ট্রান্সফারে লা লিগার ক্লাব রায়ো ভাইয়োকানোতে যোগ দিয়েছেন তিনি। রদ্রিগেসকে দলে নেওয়ার খবরটি জানিয়েছে ভাইয়েকানো। তবে চুক্তির মেয়াদ সম্পর্কে কিছু জানানো হয়নি।

দ্বিতীয়বারের মতো স্পেনের মাদ্রিদের কোনও ক্লাবে যোগ দিলেন এই কলম্বিয়ার তারকা। এর আগে ২০১৪ থেকে ২০২০ পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদে খেলেছিলেন তিনি।রিয়ালের জার্সিতে ১২৫টি ম্যাচ খেলেছিলেন তারকা এই মিডফিল্ডার।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

টিএমসির প্রতিষ্ঠা দিবসে মুখ্যমন্ত্রী

চিকিৎসার জন্য রোগীদের বহিরাজ্যে যেতে না হয় সেই দিশায় কাজ চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট।। সচিবালয়ে আজ রাজ্যের বন্যাজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমী প্রফেসর ডা. মানিক সাহার সভাপতিত্বে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মুখ্যমী বলেন, বিপর্যয় মোকাবিলার পরবর্তী সময়গুলো আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্রাণ এবং ক্ষয়ক্ষতি পুনরুদ্ধারের কাজে কোনও দুর্বলতা যাতে না থাকে সেদিকে প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বিশেষ নজর দিতে হবে। কোনও অভিযোগ থাকলে তা দ্রত সমাধানে সকলকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে।

পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা বলেন, গত ১৯ আগস্ট থেকে রাজ্যের ভয়াবহ দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে একেবারে ক্ষেত্রীয়স্তরে যেসব কর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করছেন তারা নিঃসন্দহে ধন্যবাদযোগ্য। তিনি বলেন, রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতিজনিত সামগ্রিক অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার জন্য আগামীকাল যে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল রাজ্যে আসছেন তাদের কাছে রাজ্যের বন্যার সামগ্রিক ভয়াবহ অবস্থার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন। এই বন্যায় প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকারও অধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, যা ইতিমধ্যেই সর্বদলীয় সভায় উল্লেখ করা হয়েছিল। বিভিন্ন দপ্তরের রিপোর্ট অনুসারে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে তিনি আশংকা প্রকাশ করেন। মুখ্যমী বলেন, বন্যা পরিস্থিতির পর বর্তমান সময়ে যে যে বিষয়গুলির গুরুত্ব দিতে হবে তার মধ্যে মুখ্য হল- স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, পানীয়জল, কৃষি ও উদ্যান, বিদ্যুৎ ও সেচ সহ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ। বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে রাস্তাঘাট চালু করার গুরুত্ব মুখ্যমী আরোপ করেন।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্যের বিষয়ে কোনও আপোস নয়। পানীয়জলের পরিশোধনের জন্য প্রয়োজনে আসাম থেকে ব্লিচিং পাউডার, ক্লোরিন ট্যাবলেট এবং ওআরএস সহ প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র আনতে হবে। তিনি বলেন, ক্ষয়ক্ষতির পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া দীর্ঘকালীন। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সকলের সহযোগিতা আবশ্যক। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সরকারের কাজের মাধ্যমেই মানুষ এগিয়ে আসছে বলে মুখ্যমী বৈঠকে অভিমত ব্যক্ত করেন।

বন্যা পরিস্থিতিজনিত পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বর্তমানে চালু থাকা ত্রাণ শিবিরগুলিতে গুরুত্ব দিয়ে পরিষেবা প্রদানের প্রতি আহ্বান জানান। বিশেষ করে, খাদ্য, পানীয়জল, পোশাক-আশাক প্রভৃতি বিষয়গুলির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া সফরকারী কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দলের কাছেও ক্ষয়ক্ষতির সচিত্র বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

রাজ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্যা ত্রাণে এগিয়ে এলো রেডক্রস সোসাইটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: রাজ্যে উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের চেষ্টা করে চলেছে রাজ্য সরকার। তবে রাজ্য সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার মতো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী সকলকে বন্যা ত্রাণে এগিয়ে আসার আহবান রেখেছেন। সেই অনুযায়ী বন্যা ত্রাণে এগিয়ে আসছে বিভিন্ন ক্লাব, বিভিন্ন সংস্থা। আজ ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি রাজ্য শাখার শহর দক্ষিণাঞ্চলের যুবক সংঘ ক্লাবে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে কম্বল তুলে দেয়। পাশাপাশি আয়োজন করে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের হাতে কম্বল তুলে দেন মেয়র দীপক মজুমদার।

তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি আগরতলা শাখার কোষাধক্ষ্য তথা কর্পুরেটর অভিজিৎ মল্লিক, রেডক্রস সোসাইটির অন্যান্য সদস্য সহ ক্লাবের সদস্যরা।

বন্যা ত্রাণে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি এগিয়ে আসায় তাদের ধন্যবাদ জানান মেয়র পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে বন্যা দুর্গতদের সহায়তায় এগিয়ে আসতে আহ্বান রাখেন তিনি।

রাণীরবাজারের ঘটনায় বিরোধীরা বিভ্রান্ত ছড়ানোর চেষ্টা করছে ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: রানির বাজারে ঘটে যাওয়া ঘটনায় বিরোধীরা রাজ্য বিভ্রান্ত ছড়ানোর চেষ্টা করছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এ ধরনের কোন সংস্কৃতি নেই। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিত।

তিনি বলেন, রানির বাজারে যে ঘটনা ঘটেছে সেই খবর পাওয়ার পরেই মুখ্যমন্ত্রী গোটা ঘটনায় নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানে যে ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে খুব তাড়াতাড়ি সেটি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। কিন্তু বিরোধী দলের নেতৃত্বরা এই ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, ত্রিপুরায় হিন্দু-মুসলমানরা শতাধিক বছরের বেশি সময় ধরে একে অপরের সঙ্গে ভাতৃত্ববোধ বজায় রেখে বসবাস করছেন। তাই রাজ্যের কঠিন পরিস্থিতিতে এ ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানো থেকে বিরত থাকার জন্য অন্যান্য বিরোধী দলদের আহ্বান জানান বিজেপির সাধারণ সম্পাদক।

পাশাপাশি এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি প্রদেশ প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আটটি জেলার জেলা সভাধিপতি, সহ-সভাপতিদের নাম ঘোষণা করেন। উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৫ লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণের চেইন সহ আটক দুই ছিনতাইকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: বিভিন্ন ছিনতাই যাওয়া স্বর্ণালঙ্কার সহ দুইজন কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে এনসিসি থানার পুলিশ। সাথে একটি বাইক এবং একটি ঘড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১৫ লক্ষাধিক টাকা হবে। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্র সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ আধিকারিক।

পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমার জানিয়েছেন, বেশ কিছু দিন যাবৎ এডিনগর, রামনগর, রাধানগর সহ বিভিন্ন জায়গায় থেকে ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠে আসছিল।সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। অবশেষে চোর চক্রকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।চুরি যাওয়া ১৩টি স্বর্ণের চেইন সহ একটি বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।সাথে দুইজনকে যুবককে আটক করা হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, তারা প্রাত:ভ্রমণে মহিলাদের বাইক নিয়ে গলার থেকে চেইন ছিনতাই করত। ধৃতরা হলেন, ভাটি অভয়নগরের বাসিন্দা সমীর মিয়া এবং মধ্য ভুবনবনের বাসিন্দা বাপন নন্দী। উদ্ধারকৃত জিনিসের বাজার মূল্য আনুমানিক ১৫ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এক মহিলা জানিয়েছেন, গত ৫ জুন ঔষধ আনতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। বাজারে যাওয়ার পথে ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন তিনি। তার পেছন থেকে বাইকে করে একটি যুবক গলা থেকে সোনার চেইন জোরপূর্বক নিয়ে পালিয়ে যায়। সাথে সাথে ওই তিনি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছিলেন। ততক্ষণে ঘটনাস্থল থেকে ছিনতাইকারী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। পর্বতী সময়ে জিবি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আজ সকালে তাকে থানার থেকে ফোন করা হয়েছিল।

স্টার সিমেন্টের তেলিয়ামুড়াস্থিত অফিস বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালো সিমেন্ট বোঝাই লরির চালকেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ আগস্ট: স্টার সিমেন্টের তেলিয়ামুড়াস্থিত অফিসের ঝাঁপ ফেলে অফিস বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালো সিমেন্ট বোঝাই লরির চালকেরা। সিমেন্টের ডিলার লক্ষণ সাহার দ্বিচারিতায় চরম ভোগান্তির শিকার তারা। এতেই ক্ষুব্ধ লরির চালকেরা।

মঙ্গলবার লরির চালকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বন্ধ করে দিল তেলিয়ামুড়ার স্টার সিমেন্ট অফিস। চালকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই নাকি গান্ধীগ্রাম এলাকার জনৈক সিমেন্টের ডিলার লক্ষণ সাহা সিমেন্ট কোম্পানির কাছে নিজের ভালো পারফরম্যান্স দেখানোর তাগিদে একসঙ্গে প্রয়োজনের অধিক লরি বোঝাই সিমেন্ট রাজ্যে নিয়ে আসে।

তারপর, কখনো ৫ দিন আবার কখনো ১০ দিন এভাবে দিনের পর দিন সেই লরিগুলি''কে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দাঁড় করিয়ে রেখে লরির চালকদের চরম হেনস্তা করে যাচ্ছে।তাছাড়া, কোন সিরিয়াল মেনটেইন না করেই লক্ষণ বাবু নাকি রাজ্যে আগে প্রবেশ করা লরিগুলি''র সিমেন্ট খালি না করে, রাজ্যে পরে প্রবেশ করা উনার কাছের একাংশ লরিগুলি থেকে উৎকোচ নিয়ে সিমেন্ট খালি করিয়ে দেয়। ক্ষুব্ধ গাড়ির চালকরা ওই সিমেন্ট ডিলার লক্ষণ সাহার বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ করেন মঙ্গলবার।

সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: রহস্যজনকভাবে সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। বিয়ের পর থেকেই শারীরিক এবং মানসিকভাবে নির্যাতন করত তাঁর স্বামী। এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন মৃতার ভাই। পরবর্তী সময়ে গৃহবধূর পরিবারের ডরফ থেকে স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে মৃতার ভাই, গত ৮ বছর আগে গৌতম চন্দ্র শীলের সাথে রিঙ্কি দাসের (২৯) দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছিল। তাদের সামাজিক মাধ্যমে পরিচয় হয়েছিল। প্রথম স্বামী মারা যাওয়ার পর সে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। আগের সংসারে তার একটি মেয়ে রয়েছে। সে আপাতত মামার বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করেন। গৌতম চন্দ্র শীল ও গৃহবধূ রিঙ্কি দাস বণিক্য চৌমুহনীতে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। স্বামীর বাড়িতে প্রতিনিয়ত কলহ সহ নানাহ নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন গৃহবধূ বলে অভিযোগ।অভিযোগ, বিয়ের কিছু মাস পর থেকেই স্বামী নানা রকম মানসিক নির্যাতন শুরু করে ওই গৃহবধূর উপর। রিঙ্কি সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল কিন্তু তারা কাউকে কিছু জানায় নি। এমনকি, তার স্বামী ডাক্তার পর্যন্ত দেখায় নি। গতকাল রাতে তার স্বামী বাপের বাড়িতে ফোন করে রিঙ্কির মৃত্যুর সংবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে এখনো জানা যায় নি।

স্কলারশিপ প্রদানের দাবিতে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের বিক্ষোভ টিএসইউ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: স্কলারশিপ প্রদানের দাবিতে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে টিএসইউ। অতিসত্বর ছাত্রীদের স্টাইপেন্ড প্রদান করা না হলে আগামীদিনে ধর্ণায় বসবেন বলে হুঁশিয়ারি ছাত্রছাত্রীদের।এদিন জনৈক ছাত্র বলেন, দীর্ঘ দিন ধরে ছাত্র ছাত্রীরা স্কলারশিপ পাচ্ছেন না। এই স্কলারশিপ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই স্কলারশিপের টাকায় দিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা পড়াশোনা খরচ বহন করে থাকেন। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ছাত্র ছাত্রীরা স্কলারশিপের টাকা পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু জনজাতিরা এখনো পর্যন্ত স্কলারশিপ পাননি। স্কলারশিপ না পাওয়ায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, এবিষয়ে একাধিক দফতরে আসলে স্কলারশিপ নিয়ে তালবাহানা করছে। এ বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলে দফতরের কর্মীরা ছাত্রছাত্রীদের দুর্ব্যবহার করছেন বলেও অভিযোগ।তাই আজ বাধ্য দিয়ে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর স্কলারশিপ প্রদানের ব্যবসা করা হোক। তাঁদের দাবি পূরণ করা না হলে আগামীদিনে ধর্ণায় বসবেন বলে হুঁশিয়ারি ছাত্রছাত্রীদের।

পাঁচজন বাংলাদেশি সহ একজন টাউটকে গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: সীমান্তে কড়া নিরাপত্তার পরও অবৈধভাবে বাংলাদেশীরা রাজ্যে প্রবেশ করছেন। আবারো ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে পাঁচজন বাংলাদেশি সহ একজন টাউটকে গ্রেফতার করেছে এনসিসি থানায় পুলিশ।ঘটনার বিবরণে পুলিশ আধিকারিক বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে নন্দননগর এলাকায় সন্দেহভাজন পাঁচজন ব্যক্তি ঘোরাঘুরি করছে। সেই খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। অভিযানে পাঁচজন বাংলাদেশী আটক হয়। সাথে মুর্শিবাদের একজন টাউটকে আটক করা হয়েছে। পুলিশী জেরায় তারা অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশ করার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তাঁদের কাছ থেকে বাংলাদেশী মুদ্রায় ১৫৫০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

স্বামী প্রভুপাদের ১২৮ তম আবির্ভাব দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: মঙ্গলবার আগরতলার মঠ চৌমুহনী ইসকন মন্দিরে ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের ১২৮ তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১২৮ বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। ধর্মীয় প্রচারের মাধ্যমে তিনি দেশ ও বিদেশে শান্তির বাণী প্রচার করেছিলেন। সে কারণেই বিশ্ব শান্তির অন্যতম অগ্রদূত ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের ১২৮ তম আবির্ভাব দিবস আগরতলায় ইসকন মন্দিরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। উপলক্ষে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ও সংগঠনের দান

বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আর্থিক তুলে দিলেন টিআইডিসির চেয়ারম্যান নবাদল বনিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট: মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার সহিত টিআইডিসির চেয়ারম্যান নবাদল বনিক সাক্ষাৎ করে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ৩৫০০০ টাকা অর্থরাশি এবং টিএনজিসিএল এর পক্ষ থেকে ১০লক্ষ টাকার অর্থরাশি প্রদান করেন।

বন্যার এই ভয়াবহ কঠিন পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে জনজীবন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা বন্যার এই করাল গ্রাসে রাজ্য তথা ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের জীবন জীবিকা পুনরায় স্বাভাবিক করে তুলতে দিবা রাত্রী অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রশাসনিক তৎপরতার কাজ করে গেছেন।

এদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ও সংগঠনের পক্ষ থেকে আজ মুখ্যমী ত্রাণ তহবিলে মোট ১২ লক্ষ ৭ হাজার ৬০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ত্রিপুরা ন্যাচারেল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেডের পক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা, ত্রিপুরা সর্বশিক্ষা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকা, রিটায়ার্ড ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ৫০ হাজার টাকা, ত্রিপুরা রংরাল লাইভলিহুড মিশনের কর্মচারীদের পক্ষ থেকে ৪১ হাজার ৬০০ টাকা, জয়েল ক্লাবের পক্ষ থেকে ১১ হাজার টাকা এবং কৃষ্ণনগর এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক পুরিপ্রসাদ দেববর্মা ৫ হাজার টাকা মুখ্যমী ত্রাণ তহবিলে দান করেন। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে মুখ্যমীর অফিসকক্ষে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা পৃথকভাবে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহার হাতে চেক তুলে দেন। মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা প্রত্যেককেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

কোটি টাকার নিষিদ্ধ সামগ্রী বাংলাদেশী নাগরিককে উদ্ধার করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: পৃথক দুটি অভিযানে এক কোটি টাকা নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করেছে বিএসএফ জওয়ানরা।বিএসএফ হেডকোয়ার্টার থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সোমবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিওপি নিশ্চিন্তপুর এলাকায় মোতায়েন বিএসএফ সৈন্যরা একজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে। অবৈধভাবে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে। গ্রেফতারকৃত বাংলাদেশি নাগরিক বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। অপরদিকে আরেকটি অভিযানে বিএসএফ সেনারা সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত বিওপি এনসিনগর এলাকায় ৪৯ লাখ টাকা মূল্যের ৯৮০০ টি ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করেছে। সিপাহীজেলা জেলার বিওপি কমলাসাগর এলাকায় পৃথক অভিযানে বিএসএফ সৈন্যরা ৪৩ লাখ টাকা মূল্যের ১১ টি কার্টুন ৬৯৩০ টি মোবাইল ডিসপ্লে বোঝাই একটি গাড়ি জব্দ করেছে।

এদিকে, আসাম রাইফেলস এবং কাস্টম ডিপার্টমেন্টের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। ১ লাখ ২০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজার মূল্য ১৯.২ কোটি টাকা হবে বলে জানানো হয়েছে। আসাম রাইফেলস ও কাস্টমস বিভাগের সাথে যৌথ অভিযানে মঙ্গলবার শালবাগান এলাকা থেকে এই নেশা সামগ্রী গুলি আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি এই অভিযানে একটি বোলেরো গাড়িসহ এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য আটক ব্যক্তিকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য অন্যতম ভরসা মিলেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট : কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য / খাদ্যাভাসে অন্যতম ভরসা মিলেট আগরতলা, ২৭ আগস্ট: ভারত সরকারের 'উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকে'র (ডোনার) অধীনস্থ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ''নর্থ-ইস্টার্ন রিজিওনাল এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কর্পোরেশন (নেরাম্যাক) আজ আগরতলার লেম্বুছড়ায় ''কৃষি মহাবিদ্যালয়ে''''ভারতে মিলেট বা শ্রীঅন্ন উতাদনের প্রচার'' শীর্ষক দু'দিনের এক অনুষ্ঠানের সূচনা করেছে। এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য হল, শ্রীঅন্নের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং কৃষকদের মধ্যে মিলেট চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি করাউ অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কৃষকরা ছিলেনউ

মিলেট বা শ্রীঅন্ন জাতীয় শস্য একসময় এই অঞ্চলে ফলন হলেও এখন এর চাষ কমে গেছেউ অথচ জোয়ার, বাজরা, কাওন শস্য, রাগি ইত্যাদি দানাশস্য শরীরের জন্য বিশেষ উপকারীউ একটা সময় সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্যাভ্যাসে এগুলো শামিল ছিল, মাঝে মধ্যে এগুলোর ব্যবহার হতউ কিন্তু ক্রমে এর ব্যবহার কমে যাওয়ায়, উতাদন বা চাষাবাদেও আগ্রহ কমে গেছেউ তাই পুনরায় কৃষকদের মধ্যে এই ধরনের খাদ্যশস্য উতাদনে আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও কৃষি-বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন পরামর্শ কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছেউ এর মধ্য দিয়ে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করাও লক্ষ্যউ

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বক্তার ভাষণে এই বিষয়টিই উঠে এসেছেউ অনুষ্ঠানের শুরুতে মূল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন নেরাম্যাকের এমডি কমোডোর রাজীব অশোকউ তিনি শ্রীঅন্নকে খাদ্যাভ্যাসে শামিল করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর দিকটি তুলে ধরেনউ এই স্বাস্থ্যকর বিষয়টির প্রচারের উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, মানুষ এই বিষয়টা বুঝতে পারলে পুনরায় এইসব খাদ্যশস্যের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবেউ

অনুষ্ঠানে কলেজ অফ ফিসারিজ-এর ডিন অরুণভাই প্যাটেল বলেন, শ্রীঅন্ন শুধুমাত্র চাল ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আওয়ামীলীগ মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে ধরে রাখতে পারেনি : ডা. শফিকুর রহমান

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৭।। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো, কিন্তু তারা তাদের অর্জন ধরে রাখতে পারেনি। জনগণ আওয়ামী লীগকে কিভাবে দেখে, তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো আওয়ামী লীগ নিজেদেরকে কিভাবে দেখে। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ভারতে অবস্থান সম্পর্কে আমীরে জামায়াত বলেন, সাড়ে পনেরো বছর দেশ শাসন করে লক্ষণ সেনের মত দেশ ত্যাগ করা উনার জন্য মানানসই হয় নাই। জামায়াত নেতারা কখনো দেশ ত্যাগ করেননি। তারা মোকাবেলা করেছেন। আমাদের নেতৃবৃন্দ জেল-জুলুম বুকে ধারণ করে দেশেই ছিলেন। কখনো দেশ ত্যাগ করেননি।

২৭ আগস্ট মঙ্গলবার, মগবাজার আল-ফালাহ মিলনায়তনে ইন্ডিয়ান মিডিয়া করেসপন্ডেন্টস এসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ইমক্যাব)-এর সাথে এক মতবিনিময় সভায় আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান এসব কথা বলেন। এ মতবিনিময় সভায় জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি মতিউর রহমান আকন্দ। ইন্ডিয়ান মিডিয়া করেসপন্ডেন্টস এসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ইমক্যাব)-এর প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন, কুদ্দুস আফ্রাদ, মাসুম বিল্লাহ, বাসুদেব ধর, প্রদীপ্ত নারায়ণ, ফরিদ হোসেন, রাজিব খান, মিজানুর রহমান, রাশেদুল ইসলাম, মনিরুল ইসলাম, আবু আলী, আমিনুল হক ভূইয়া, মোঃ মনির হোসেন, সিয়াম সরোয়ার জামিল, কাউসার আযম, তারিকুল ইসলাম, রাজীব খান, শাহীন পারভেজ, জাকির হোসেন প্রমুখ।

ডা. শফিকুর রহমান আরো বলেন, জামায়াত কখনো ধ্বংসাত্মক কাজে জড়িত ছিলো না, এখনো নেই। আমরা চ্যালেঞ্জ করে বলছি, যদি কোথাও প্রমাণিত হয় যে, আমাদের একজন কর্মী সন্ত্রাস করেছে, তা হলে আমরা জাতির কাছে ক্ষমা চাইবো এবং নিজেরা নিজেদেরকে আইনের হাতে সোপর্দ করবো। তিনি বলেন, জামায়াত সর্বদাই গণতান্ত্রিক, শান্তি পূর্ণভাবে আন্দোলন করেছে। জামায়াতের দু'জন মন্ত্রী সরকার পরিচালনায় ছিলেন। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি কখনো তাদের স্পর্শ করেনি। জামায়াত দেশ ও জাতির জন্য কাজ করেছে। দুঃখ, মুসিবতে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। দেশের কোথাও কোন ঘটনা ঘটলে আমাদেরকে অপবাদ দেয়া হতো। এমনকি গাইবান্ধায় যখন একজন এমপি নিহত হলেন, তখন সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী হত্যার জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।